Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

দর্শনের ইতিহাস

মিলেতুসের প্রাকৃতিক দর্শন ও সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চা, দেকার্তের সংশয়পদ্ধতি, কান্টের কোপার্নিকান বিপ্লব ও আধুনিক অস্তিত্ববাদের ২০ খণ্ডের এক মহাকাব্যিক বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা।

SHAKIL MAHMUD

গবেষক ও লেখক

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

দর্শনের ইতিহাস

মিলেতুসের প্রাকৃতিক দর্শন ও সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল থেকে মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চা, দেকার্তের সংশয়পদ্ধতি, কান্টের কোপার্নিকান বিপ্লব ও আধুনিক অস্তিত্ববাদের ২০ খণ্ডের এক মহাকাব্যিক বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযাত্রা।

LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Title: দর্শনের ইতিহাস
Author: Shakil Mahmud
Series: Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
Subjects: Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
Published: Dhaka & Singapore, 2026
Format: Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
Permanent URI: https://shakilmahmud.com/series/philosophy/

প্রস্তাবিত সাইটেশন:
Mahmud, Shakil. (2026). *দর্শনের ইতিহাস: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/philosophy/

Open Scholarly Access: This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

প্রাচীন মিলেতুসের বেলাভূমি ও অ্যাথেন্সের দ্বান্দ্বিক বিতর্ক থেকে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব, প্রাচীন চৈনিক নৈতিক দর্শন, হেলেনীয় মতবাদ, ইসলামী ফালসাফার স্বর্ণযুগ, দেকার্তের চিন্তাবিপ্লব, কান্টের বিচারবাদ, জার্মান ভাববাদ, অস্তিত্ববাদ, ভাষাদর্শন এবং বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও গণনামুখী দর্শনের দিগন্ত পর্যন্ত—দর্শনের ইতিহাস হলো নিজের সাথে মানবজাতির নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার মহাকাব্য। বিশ খণ্ডে সংকলিত এই গবেষণা মনোগ্রাফ তিন সহস্রাব্দ ধরে মানব প্রজ্ঞা, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের বিবর্তনীয় রূপরেখা তুলে ধরে।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

— Shakil Mahmud
Dhaka & Singapore, 2026

অধ্যায় সূচি

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ — মিলেতুসের সূচনা — থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও প্রকৃতির আবিষ্কার — 522 শব্দ
মিলেতুসের সূচনা — থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও প্রকৃতির আবিষ্কার

খণ্ড ২ — অগ্নি ও শূন্যতা — হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস ও অস্তিত্বের সংকট — 508 শব্দ
অগ্নি ও শূন্যতা — হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস ও অস্তিত্বের সংকট

খণ্ড ৩ — এথেন্সের ডাঁশ — সক্রেটিস, আত্মজিজ্ঞাসা ও সততার দ্বিধাদ্বন্দ্ব — 579 শব্দ
এথেন্সের ডাঁশ — সক্রেটিস, আত্মজিজ্ঞাসা ও সততার দ্বিধাদ্বন্দ্ব

খণ্ড ৪ — গুহার রূপক — প্লেটো, রূপের তত্ত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত রেখা — 633 শব্দ
গুহার রূপক — প্লেটো, রূপের তত্ত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত রেখা

খণ্ড ৫ — জ্ঞানীদের শিক্ষক — অ্যারিস্টটল, উদ্দেশ্যবাদ ও নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র — 505 শব্দ
জ্ঞানীদের শিক্ষক — অ্যারিস্টটল, উদ্দেশ্যবাদ ও নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র

দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ — বাগান ও বারান্দা — এপিকিউরাস, স্টোইক দর্শন ও মানসিক প্রশান্তি — 538 শব্দ
বাগান ও বারান্দা — এপিকিউরাস, স্টোইক দর্শন ও মানসিক প্রশান্তি

খণ্ড ৭ — ভারতীয় দর্শন — ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধ অনাত্মবাদ — 500 শব্দ
ভারতীয় দর্শন — ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধ অনাত্মবাদ

খণ্ড ৮ — ঈশ্বরের নগর — অগাস্টিন, প্লোটিনাস ও সময়ের দর্শন — 608 শব্দ
ঈশ্বরের নগর — অগাস্টিন, প্লোটিনাস ও সময়ের দর্শন

খণ্ড ৯ — জ্ঞানের গৃহ — ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইসলামী পেরিপেটেটিক দর্শন — 581 শব্দ
জ্ঞানের গৃহ — ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইসলামী পেরিপেটেটিক দর্শন

খণ্ড ১০ — স্কলাস্টিক সংশ্লেষ — টমাস অ্যাকুইনাস, যুক্তি ও পঞ্চ প্রমাণ — 630 শব্দ
স্কলাস্টিক সংশ্লেষ — টমাস অ্যাকুইনাস, যুক্তি ও পঞ্চ প্রমাণ

তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ — সংশয়ের ধনুক — রেনে দেকার্ত, কজিটো ও মন-দেহের দ্বৈতবাদ — 670 শব্দ
সংশয়ের ধনুক — রেনে দেকার্ত, কজিটো ও মন-দেহের দ্বৈতবাদ

খণ্ড ১২ — জ্যামিতিক পরম — বারুখ স্পিনোজা, সার্বিক একত্ববাদ ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি — 641 শব্দ
জ্যামিতিক পরম — বারুখ স্পিনোজা, সার্বিক একত্ববাদ ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি

Shakil Mahmud • Research Monograph

খণ্ড ১৩	তাবুলা রাসা ও মোনাড — জন লক, গটফ্রিড লাইবনিজ ও মানব চেতনার বিতর্ক *তাবুলা রাসা ও মোনাড — জন লক, গটফ্রিড লাইবনিজ ও মানব চেতনার বিতর্ক*	550 শব্দ
খণ্ড ১৪	সংশয়বাদের অগ্নিপরীক্ষা — ডেভিড হিউম, আরোহণের সংকট ও অহংবোধের বিলয় *সংশয়বাদের অগ্নিপরীক্ষা — ডেভিড হিউম, আরোহণের সংকট ও অহংবোধের বিলয়*	707 শব্দ
খণ্ড ১৫	চিন্তার কোপার্নিকান বিপ্লব — ইমানুয়েল কান্ট ও অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতা *চিন্তার কোপার্নিকান বিপ্লব — ইমানুয়েল কান্ট ও অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতা*	694 শব্দ

চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

খণ্ড ১৬	ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, পরম চেতনা ও প্রভু-দাসের দ্বন্দ্ব *ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, পরম চেতনা ও প্রভু-দাসের দ্বন্দ্ব*	655 শব্দ
খণ্ড ১৭	অস্তিত্বের ভার — কিয়ের্কেগার, নিটশে ও সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন *অস্তিত্বের ভার — কিয়ের্কেগার, নিটশে ও সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন*	613 শব্দ
খণ্ড ১৮	প্রয়োগবাদী নিরীক্ষা — পিয়ার্স, জেমস ও সত্যের কার্যকর মানদণ্ড *প্রয়োগবাদী নিরীক্ষা — পিয়ার্স, জেমস ও সত্যের কার্যকর মানদণ্ড*	597 শব্দ
খণ্ড ১৯	ভাষার মোড় — ফ্রেগে, ভিটগেনস্টাইন ও ভাষার যৌক্তিক সীমানা *ভাষার মোড় — ফ্রেগে, ভিটগেনস্টাইন ও ভাষার যৌক্তিক সীমানা*	637 শব্দ
খণ্ড ২০	অসমাপ্ত দিগন্ত — অস্তিত্ববাদ, সমাজতত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন *অসমাপ্ত দিগন্ত — অস্তিত্ববাদ, সমাজতত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন*	579 শব্দ

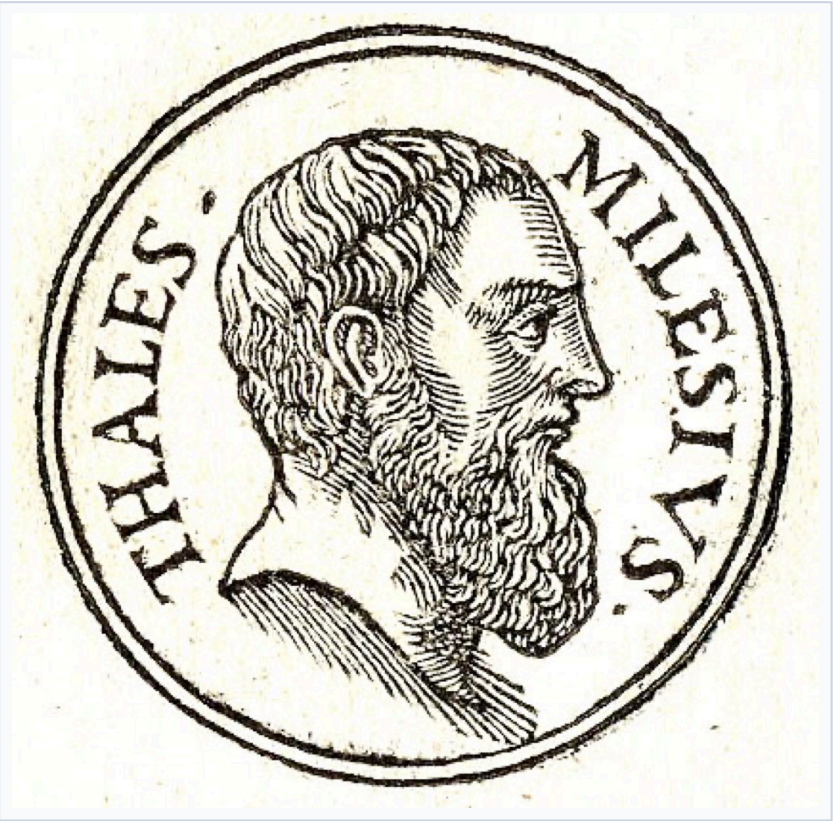
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

মিলেতুসের সূচনা — থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও প্রকৃতির আবিষ্কার

মিলেতুসের সূচনা — থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও প্রকৃতির আবিষ্কার

522 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১: *মিলেতুসের থেলিস, প্রাক-সক্রেটিক প্রাকৃতিক দার্শনিক যিনি পানিকে সকল বস্তুর আদিম ভিত্তি (আর্কে) হিসেবে প্রস্তাব করেন।*

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সূচনালগ্নে এজিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত সমৃদ্ধ বন্দরনগরী মিলেতুসে মানবচেতনা এক যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সীমারেখা অতিক্রম করে। এর পূর্ববর্তী সহস্রাব্দ ধরে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতাগুলো মহাবিশ্বের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করত দেবতাদের রূপক ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে: বজ্রপাত ছিল জিউস বা এনলিলের ক্রোধ, ভূমিকম্প ছিল পসেইডনের হুংকার, আর নদীর উর্বর প্লাবন ছিল দেব-দেবীর কৃপা। মিলেতুসের সেই ব্যস্ত বাণিজ্যিক মোড়ে প্রকৌশলী ও জ্যামিতিক পণ্ডিত থেলিস একটি সম্পূর্ণ নজিরবিহীন প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: *এই মহাবিশ্ব মূলত কী দিয়ে তৈরি, এবং কোনো দৈব হস্তক্ষেপ ছাড়া কোন প্রাকৃতিক নিয়মে এটি পরিচালিত হয়?*

মৌল পরিবর্তন: মিথোস থেকে লোগোসে উত্তরণ

পশ্চিমা দর্শনের জন্ম নিছক কিছু তত্ত্বের সংকলন নয়; এটি মানব ইতিহাসের গভীরতম জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব — যাকে বলা হয় পৌরাণিক বিশ্বাস (*মিথোস*) থেকে যৌক্তিক অনুসন্ধানে (*লোগোস*) রূপান্তর। যেখানে পৌরাণিক চিন্তা অলৌকিক কর্তৃত্ব ও অন্ধ আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে প্রাকৃতিক দর্শন দাবি করে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণ, মুক্ত বিতর্ক ও যৌক্তিক সামঞ্জস্য। থেলিস প্রস্তাব করলেন যে

Shakil Mahmud • Research Monograph

সকল অস্তিত্বশীল বস্তুর আদিম উৎস বা ভিত্তি — গ্রিক ভাষায় যাকে বলা হয় **আর্কে** (*ἀρχή*) — তা হলো **পানি** বা জল (*হাইডোর*)।

> *"জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজেকে জানা; আর সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যকে উপদেশ দেওয়া।" — মিলেতুসের থেলিস*

আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের যুগে দাঁড়িয়ে সবকিছুকে 'পানি' বলে দাবি করা আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হতে পারে। কিন্তু থেলিসের আসল মেধা নিহিত ছিল তাঁর উপাদানের পছন্দের মধ্যে নয়, বরং তাঁর *একত্ববাদী দর্শনে*: বাহ্যিক জগতের অসীম বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটিমাত্র অভিন্ন, যৌক্তিক প্রাকৃতিক উপাদান কাজ করছে, যা কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় রূপ ধারণ করেও তার মৌলিক সত্তা বজায় রাখে। মানব ইতিহাসে এই প্রথম এমন এক বিশ্বতত্ত্ব হাজির করা হলো যা প্রশ্নাতীত পূজার পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক খণ্ডন ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করে দিল।

জ্ঞানতাত্ত্বিক মাইলফলক: মিলেতুসের ত্রয়ী দার্শনিক

মিলেতুসের তিন প্রজন্মের দার্শনিকরা পশ্চিমা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন:

- **থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪–৫৪৮):** পানিকে জগতের আদিম ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন, সূর্যগ্রহণ নির্ভুলভাবে গণনা করেন এবং জ্যামিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করেন।
- **আনাক্সিমান্দার (খ্রিস্টপূর্ব ৬১০–৫৪৬):** বুঝতে পারেন যে কোনো নির্দিষ্ট উপাদান বিপরীত গুণাবলির (আগুন ও জল, শীত ও উষ্ণতা) উৎস হতে পারে না; তাই তিনি প্রস্তাব করেন *আপাইরন* (অনন্ত বা অসীম)।
- **আনাক্সিমেনিস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬–৫২৬):** *বাতাস* (এয়ার)-কে আর্কে হিসেবে গণ্য করেন এবং ঘনভবন ও লঘুভবনের মাধ্যমে রূপান্তরের বস্তুগত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন।

আনাক্সিমান্দার ও অসীমের (আপাইরন) আবিষ্কার

থেলিসের ছাত্র আনাক্সিমান্দার দর্শনের বিমূর্ততাকে আরও একধাপ উঁচুতে নিয়ে গেলেন। তিনি যুক্তি দিলেন, জল যদি একমাত্র আদি উপাদান হতো, তবে আগুন অনেক আগেই নিভে যেত; প্রকৃতি মূলত বিপরীত সত্তার চিরন্তন সংঘাত। অতএব মহাবিশ্বের আদি ভিত্তি কোনো দৃশ্যমান সীমাবদ্ধ উপাদান হতে পারে না। এটি হতে হবে অনির্দিষ্ট, সীমাহীন এবং শাশ্বত এক সত্তা — যাকে তিনি নাম দিলেন **আপাইরন** (*ἄπειρον*)।

আনাক্সিমান্দার মহাবিশ্বের এক নৈতিক ও গাণিতিক চক্রের রূপরেখা দেন: আপাইরন থেকে পৃথক হয়ে বস্তু জগতের জন্ম হয়, এবং কালের নিয়মে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা পুনরায় সেই অনন্ত শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন যে মানব শিশুর জন্ম নিশ্চিতভাবেই সামুদ্রিক মাছের পেটে হয়েছিল, কারণ সদ্যজাত মানব শিশু অন্যান্য পশুর মতো একা একা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় বাঁচতে অক্ষম।

প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিপ্রস্তর

মিলেতুসের এই ভোরেই আমরা আলবার্ট আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উপলব্ধির বীজ দেখতে পাই: "মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো যে এটি মানব বুদ্ধির কাছে বোধগম্য।" অলৌকিক ভীতি ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও আনাক্সিমেনিস যে যুক্তির প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন, তারই আলোয় রচিত হয়েছে দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছরের মহাকাব্য।



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মিলেতুসের সূচনা — থেলিস, আনাক্সিমান্দার ও প্রকৃতির আবিষ্কার"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-01-milesian-dawn-thales-arche-nature-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নি ও শূন্যতা — হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস ও অস্তিত্বের সংকট

অগ্নি ও শূন্যতা — হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস ও অস্তিত্বের সংকট

508 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ২: *ইফেসাসের হেরাক্লিটাস, মহাজাগতিক অগ্নি, নিরন্তর প্রবাহ ও লোগোস দর্শনের অগ্রদূত।*

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সমাপ্তিলগ্নে গ্রিক দর্শনের উন্মেষকালে এমন এক দার্শনিক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, যা পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের মানব চিন্তার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। ইওনিয়া অঞ্চলের ইফেসাসে আত্মমগ্ন দার্শনিক হেরাক্লিটাস বহমান নদী ও প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন যে নিরন্তর পরিবর্তনই মহাবিশ্বের একমাত্র চিরস্থায়ী বাস্তবতা। অন্যদিকে ইতালির দক্ষিণ উপকূলে এলিয়ার দার্শনিক পারমেনাইডিস এক অনমনীয় গাণিতিক কবিতার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে পরিবর্তন, গতি এবং বৈচিত্র্য মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি: *যা আছে তা চিরকালই আছে; আর যা নেই, তার অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব।*

হেরাক্লিটাস ও মহাজাগতিক প্রবাহ: পান্টা রেই

হেরাক্লিটাসের কাছে বিশ্বজগৎ কোনো স্থির বস্তুর সমষ্টি নয়; এটি এক অবিরাম, আত্মবিধ্বংসী প্রক্রিয়া। তাঁর দর্শনের মূল প্রতীক ছিল **অগ্নি** (*পাইর*) — যা আপন নিয়মে প্রজ্বলিত হয় এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্বাপিত হয়। প্রকৃতিতে কোনো কিছুই স্থির নয়; আমরা যে স্থায়িত্ব দেখি তা মূলত বিপরীত শক্তির সুষম টানাপোড়েনের ফল, ঠিক যেমন ধনুকের ছিলা ও কাঠের বিপরীতমুখী টানে বাদ্যযন্ত্রের সুর সৃষ্টি হয়।

> *“একই নদীতে তুমি দুইবার পা রাখতে পারো না; কারণ সেই নদী আর এক থাকে না, আর তুমিও আর সেই একই মানুষ থাকো না।” — ইফেসাসের হেরাক্লিটাস*

কিন্তু হেরাক্লিটাস কোনো বিশৃঙ্খলার প্রচারক ছিলেন না। সকল বিপরীতের দ্বন্দ্বের পেছনে কাজ করে এক শাশ্বত বিশ্ববিধান — যার নাম **লোগোস** (λόγος)। সাধারণ মানুষ যেন ঘুমন্ত স্বপ্নের ঘোরে তাদের নিজস্ব সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে বাস করে; দার্শনিকের সাধনা হলো সেই সার্বজনীন লোগোসের প্রতি জাগ্রত হওয়া, যা মহাবিশ্বের সকল বৈপরীত্যকে এক অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত করে রেখেছে।

অধিবিদ্যক বিভাজন: হেরাক্লিটাস বনাম পারমেনাইডিস

তুলনামূলক ক্ষেত্র	হেরাক্লিটাস (ইফেসাস)	পারমেনাইডিস (এলিয়া)
মূল প্রত্যয়	পরিবর্তন ও প্রবাহ (*বিকামিং*)	অখণ্ড ও শাশ্বত সত্তা (*বিং*)
ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্বাসযোগ্যতা	ইন্দ্রিয় প্রবাহ দেখায়; প্রজ্ঞা লোগোস চেনে	ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ মিথ্যা; কেবল বিশুদ্ধ যুক্তিই সত্য
মহাজাগতিক নীতি	অগ্নি, দ্বন্দ্ব এবং বিপরীতের সমন্বয়	অবিভাজ্য, জন্মহীন, গোলকাকার, গতিহীন সত্তা
ঐতিহাসিক প্রভাব	দ্বান্দ্বিক দর্শন (হেগেল, নিটশে, প্রক্রিয়া দর্শন)	যুক্তিবাদ, বিশুদ্ধ সত্তাতত্ত্ব ও আধুনিক আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা

পারমেনাইডিস ও বিশুদ্ধ সত্তার কঠিন যুক্তি

হেরাক্লিটাস যেখানে রূপক ও প্রবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন, পারমেনাইডিস সেখানে পশ্চিমা দর্শনে প্রথম আনুষ্ঠানিক অবরোহী যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করলেন। তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক কাব্যে এক দেবী তাঁর সামনে সত্যের দুটি পথ উন্মোচন করেন: একটি হলো *সত্যের পথ* (*আলেথিয়া*), আর অন্যটি হলো নশ্বর মানুষের *ভ্রান্ত মতামতের পথ* (*ডক্সা*)।

পারমেনাইডিসের যুক্তি ছিল নিখুঁত: যখনই আমরা কিছু চিন্তা করি বা বলি, আমরা এমন কিছু চিন্তা করি যার অস্তিত্ব আছে। যা নেই (শূন্যতা), তাকে ভাবাও অসম্ভব, ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। কিন্তু যদি ‘শূন্যতা’ বা ‘অনস্তিত্ব’ অসম্ভব হয়, তবে কোনো বস্তুর পক্ষে রূপান্তর হওয়াও অসম্ভব; কারণ রূপান্তরিত হতে গেলে বস্তুকে এমন কিছু হতে হবে যা সে পূর্বে ছিল না — অর্থাৎ শূন্য থেকে কিছু তৈরি হতে হবে। আর *শূন্য থেকে কখনো কিছুই জন্মাতে পারে না* (ex nihilo nihil fit)। অতএব, প্রকৃত সত্তা এক, অবিভাজ্য, অপরিবর্তনশীল ও গতিহীন। জন্ম, মৃত্যু, গতি ও সময় — এই সবই মানুষের প্রতারিত ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র।

এলিয়াটিক প্যারাডক্স ও পরমাণুবাদের জন্ম

পারমেনাইডিসের ছাত্র জিনো গতির অসম্ভবতা প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু বিখ্যাত কূটাভাস বা প্যারাডক্স তৈরি করেছিলেন — যেমন একিলিসের কচ্ছপকে অতিক্রম করতে না পারা, কিংবা বাতাসে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতিটি মুহূর্তে স্থির থাকা। এই তীব্র যুক্তির মুখোমুখি হয়ে পরবর্তী চিন্তাবিদরা (যেমন ডেমোক্রিটাস ও লিউসিপ্পাসের পরমাণুবাদ) এমন এক দর্শন গড়ে তুলতে বাধ্য হন, যেখানে পারমেনাইডিসের অবিনশ্বর উপাদান ও হেরাক্লিটাসের বাস্তব প্রবাহকে একসাথে সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছিল।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অগ্নি ও শূন্যতা — হেরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস ও অস্তিত্বের সংকট"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ২।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-02-fire-void-heraclitus-parmenides-being-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

এথেন্সের ভাঁশ — সক্রেটিস, আত্মজিজ্ঞাসা ও সততার দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এথেন্সের ভাঁশ — সক্রেটিস, আত্মজিজ্ঞাসা ও সততার দ্বিধাদ্বন্দ্ব

579 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৩: *জ্যাক-লুই ডেভিডের আঁকা সক্রেটিসের মৃত্যু (১৭৮৭), দর্শনের জন্য আত্মোৎসর্গকারী পশ্চিমা নৈতিক চিন্তার জনক।*

ধ্রুপদী এথেন্সের স্বর্ণযুগে, যখন রাজনীতিকরা চটকদার বক্তৃতায় মেতে উঠতেন, ভাস্কররা পার্থেনন মন্দির নির্মাণ করতেন এবং সফিস্টরা টাকার বিনিময়ে বিতর্কের কৌশল বিক্রি করতেন — ঠিক তখন এক খালি পায়ের, আলুথালু পোশাকের মানুষ এথেন্সের অ্যাগোরায় ঘুরে বেড়াতেন এবং নগরের আত্মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। সক্রেটিস জীবনে একটি শব্দও লিখে যাননি; তিনি কোনো রাজনৈতিক পদে বসেননি, কোনো আনুষ্ঠানিক একাডেমি খোলেননি এবং আলোচনার জন্য এক পয়সাও ফি নেননি। তবুও প্রাক-সক্রেটিক যুগের দূরবর্তী নক্ষত্র ও আদি উপাদানের গবেষণা থেকে দর্শনকে টেনে নামিয়ে মানব আত্মা, নীতি ও আত্মজিজ্ঞাসার আঙিনায় নিয়ে এসে তিনি বিশ্বচিন্তায় এক অমর বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন: *“আত্মজিজ্ঞাসাহীন জীবন মানুষের বেঁচে থাকার যোগ্যই নয়।”*

ডেলফির ভবিষ্যৎবাণী ও অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি

প্লেটোর *অ্যাপোলজি* গ্রন্থে সক্রেটিস বর্ণনা করেন কীভাবে তাঁর দার্শনিক অভিযানের সূচনা হয়েছিল। তাঁর বন্ধু কাইরেফোন ডেলফির অ্যাপোলো মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের কাছে জানতে চেয়েছিলেন: *সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী কোনো মানুষ কি পৃথিবীতে আছে?* দৈববাণী এলো — পৃথিবীতে সক্রেটিসের চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই। সক্রেটিস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন; কারণ তিনি জানতেন যে তিনি কিছুই

জানেন না! এই রহস্য উন্মোচন করতে তিনি এথেন্সের তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় কবি, রাজনীতিবিদ ও কারিগরদের সাথে বিতর্কে নামলেন। অচিরেই তিনি আবিষ্কার করলেন, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা রাখলেও, ন্যায়বিচার, সৌন্দর্য বা নৈতিকতার মতো মৌলিক বিষয়ে চরম অজ্ঞ — অথচ তারা নিজেদের মহাজ্ঞানী মনে করে অহংকারে মত্ত!

> *"আমি এই মানুষটির চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি জ্ঞানী; কারণ আমরা কেউই হয়তো মহৎ বা ভালো কিছু জানি না, কিন্তু ও কিছুই না জেনেও মনে করে ও সব জানে! আর আমি অন্তত এটুকু নিশ্চিত জানি যে আমি কিছুই জানি না।" — সক্রেটিস*

সক্রেটিস বুঝতে পারলেন ডেলফির দৈববাণীর আসল অর্থ: নশ্বর মানুষের তথাকথিত জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই; আর সেই মানুষই সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, যে সক্রেটিসের মতো নিজের চরম অজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। তিনি নিজেকে তুলনা করলেন ঈশ্বরের পাঠানো এক **ডাঁশ মাছির** (*মাইওক্স*) সাথে, যার কাজ হলো এথেন্সের মতো এক বিশাল, অলস কিন্তু অভিজাত ঘোড়াকে ক্রমাগত হুল ফুটিয়ে আত্মতুষ্টির ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখা।

সক্রেটিক পদ্ধতির (এলেনকুস) চার স্তর

1. **সক্রেটিক ব্যঙ্গ (আইরনি):** সক্রেটিস নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ দাবি করে প্রতিপক্ষকে কোনো নৈতিক ধারণার পরম সংজ্ঞা দিতে অনুরোধ করতেন (যেমন: *"ন্যায়বিচার কাকে বলে?"*)।
2. **জেরা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব (এলেনকুস):** ধারালো ও যৌক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ভেতরের পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসগুলো প্রকাশ্যে টেনে আনতেন।
3. **অবরোধ বা বিভ্রান্তি (অ্যাপোরিয়া):** প্রতিপক্ষ বুঝতে বাধ্য হতো যে তার এতদিনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য, যার ফলে তার মিথ্যা অহংকার চূর্ণ হয়ে যেত।
4. **জ্ঞান প্রসবের ধাত্রীবিদ্যা (মাইউটিক্স):** সক্রেটিস কোনো তৈরি জ্ঞান চাপিয়ে দিতেন না; বরং ধাত্রীর মতো প্রতিপক্ষের ভেতর থেকেই সত্য উপলব্ধির প্রসবে সাহায্য করতেন।

জ্ঞানই পুণ্য (আরেতে ও এপিস্টেমে)

সক্রেটিসের নীতিদর্শন ছিল এক চরম বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন। তিনি বিশ্বাস করতেন কোনো মানুষ জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় পাপ কাজ করে না; অন্যায় ও অপরাধ মূলত অজ্ঞতার ফসল। একজন মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে বোঝে কোনটি সত্য ও কল্যাণকর, তবে সে ন্যায়পরায়ণ হতে বাধ্য। অতএব, পুণ্য বা নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব কোনো বংশগত আভিজাত্য বা সামাজিক প্রথা নয়; পুণ্য হলো আত্মার যুক্তি ও সত্যের প্রতি সমর্পণ।

এছাড়া সক্রেটিস আরেকটি বিখ্যাত আপাতবিরোধী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন: *অন্যায় সহ্য করা, অন্যায় করার চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়*। কারণ অন্যায়ের শিকার হলে কেবল মানুষের শরীর বা সম্পদের ক্ষতি হয়, যা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু মানুষ নিজে যখন অন্যায় করে, তখন তার চিরন্তন আত্মা কলুষিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হেমলকের পেয়ালা: দর্শনের প্রথম শহীদ

খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে পেলোপনেশীয় যুদ্ধের পরাজয় ও রাজনৈতিক আতঙ্কের মধ্যে এথেন্সের আদালত সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে বিপথগামী করা এবং রাষ্ট্রের দেবতাদের অস্বীকার করার মিথ্যা অভিযোগ আনে। নির্বাসন, আপস কিংবা নীরব থাকার সুযোগ দেওয়া হলেও সক্রেটিস তাঁর দার্শনিক সত্য থেকে একচুলও সরে আসতে অস্বীকৃতি জানান। বিচারকদের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি কারাগারে প্রশান্ত চিত্তে বিষাক্ত হেমলক পান করেন। তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি বন্ধুদের আশ্বস্ত করে যান যে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ আত্মার বিনাশ কোনো পার্থিব বিষের পক্ষে সম্ভব নয়।

Shakil Mahmud • Research Monograph



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "এথেন্সের ডাঁশ — সক্রেটিস, আত্মজিজ্ঞাসা ও সততার দ্বিধাদ্বন্দ্ব"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৩।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-03-gadfly-athens-socrates-elenchus-aporia-bn/

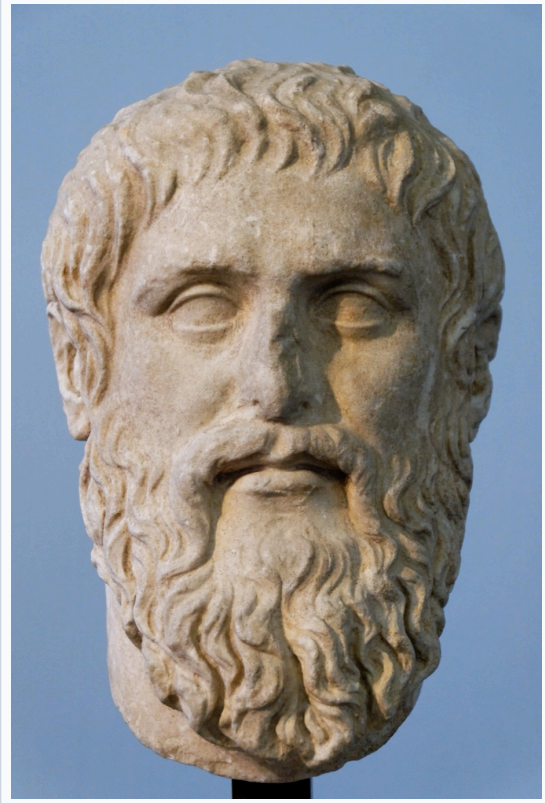
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

গুহার রূপক — প্লেটো, রূপের তত্ত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত রেখা

গুহার রূপক — প্লেটো, রূপের তত্ত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত রেখা

633 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৪: *প্লেটোর রোমান মার্বেল আবক্ষ মূর্তি, সিলানিয়নের মূল ভাস্কর্যের অনুলিপি; প্রাচীন অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা।*

খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে এথেন্সের গণতান্ত্রিক আদালত যখন সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিল, তখন তাঁর তিরিশ বছর বয়সী তরুণ শিষ্য প্লেটো এক গভীর বৌদ্ধিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকিত ও গণতান্ত্রিক বলে দাবিদার নগরী কীভাবে তার সবচেয়ে সৎ ও জ্ঞানী নাগরিককে হত্যা করতে পারে? প্লেটো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পার্থিব রাজনীতি এবং মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি চরম বিশৃঙ্খল ও ত্রুটিপূর্ণ; কারণ মানুষ মায়াবী ছায়াকেই পরম সত্য বলে ভুল করে। এথেন্সের সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পশ্চিমা বিশ্বের প্রথম বিদ্যাপীঠ **অ্যাকাডেমি**। সেখানেই তিনি গড়ে তুললেন এমন এক অমর অধিবিদ্যক প্রাসাদ, যা পারমেনাইডিসের শাশ্বত সত্তা এবং সক্রেটিসের পরম নৈতিকতার মিলন ঘটায়: প্লেটোর বিখ্যাত **রূপ বা ধারণার তত্ত্ব** (*আইডিয়াই বা ফর্মস*)।

Shakil Mahmud • Research Monograph

গুহার রূপক: ইন্দ্রিয়ের অন্ধকার কারাগার

প্লেটোর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *দ্য রিপাবলিক*-এর সপ্তম খণ্ডে বর্ণিত ‘গুহার রূপক’ হলো বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক উপমা। তিনি পাঠকদের কল্পনা করতে বলেন এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গুহার কথা, যেখানে কিছু মানুষ শৈশব থেকেই হাত-পা ও গলা শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাথরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে। তাদের পেছনে জ্বলছে একটি অগ্নিকুণ্ড, আর আগুন ও বন্দিদের মাঝখানে রয়েছে একটি উঁচু দেয়াল, যার পেছন দিয়ে পুতুলনাচের শিল্পীরা নানা পশু, পাখি ও মানুষের প্রতিকৃতি নিয়ে হেঁটে যায়। বন্দিরা তাদের সামনের দেয়ালে কেবল সেই প্রতিকৃতিগুলোর চলমান ছায়া দেখতে পায়। যেহেতু তারা জন্ম থেকেই আর কিছু দেখেনি, তাই তারা সেই ছায়াগুলোকেই মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নেয়।

এখন যদি কোনো বন্দিকে শিকলমুক্ত করে গুহার বাইরে সূর্যের আলোয় টেনে আনা হয়, তবে সূর্যের তীব্র দ্যুতিতে প্রথমে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এবং সে যন্ত্রণায় চিৎকার করবে। কিন্তু ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি সয়ে আসবে: প্রথমে সে পানিতে ছায়া দেখবে, তারপর রাতের তারা ও বৃক্ষরাজি দেখবে, এবং অবশেষে সে স্বয়ং **সূর্যকে** প্রত্যক্ষ করবে — যা আলো, ঋতু ও সমগ্র প্রাণের উৎস। প্লেটোর মতে, দার্শনিক হলেন সেই মুক্ত বন্দি, যিনি ইন্দ্রিয়ের অন্ধ মতামত (*ডক্সা*) অতিক্রম করে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার (*এপিস্টেমে*) আলোকোজ্জ্বল জগতে আরোহণ করেছেন।

প্লেটোর দ্বিধাবিভক্ত রেখা (জ্ঞানের উচ্চক্রমিক স্তর)

জগতের স্তর	চেতনার অবস্থা	জ্ঞানের বিষয়বস্তু
বোধগম্য জগৎ (*নোয়েসিস*)	**নোয়েসিস (বিশুদ্ধ বোধ):** দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরম ধারণার সরাসরি উপলব্ধি	পরম রূপসমূহ (ন্যায়, সৌন্দর্য, শুভের রূপ)
	ডায়ানিয়া (যৌক্তিক যুক্তি): স্বীকার্য ও জ্যামিতির মাধ্যমে অবরোহী চিন্তা	গাণিতিক ও জ্যামিতিক সত্তা
দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়জগৎ (*ডক্সা*)	**পিস্টিস (বিশ্বাস):** বস্তুগত জগতের ইন্দ্রিয়লব্ধ পর্যবেক্ষণ	জীবজগৎ, ভৌত বস্তু ও পার্থিব শিল্পকর্ম
	আইকাসিয়া (মায়া): পরোক্ষ ছায়া ও অলীক কল্পনা দর্শন	ছায়া, প্রতিবিম্ব ও রাজনৈতিক চটকদার বক্তৃতা

রূপের তত্ত্ব (থিওরি অফ ফর্মস): ভাবনার অতীন্দ্রিয় আকাশ

হেরাক্লিটাস ও পারমেনাইডিসের প্রাচীন দ্বন্দ্বকে প্লেটো চমৎকারভাবে নিরসন করলেন জগতকে দুটি স্তরে ভাগ করে। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে বাস্তব জগতকে দেখি, তা হেরাক্লিটাসের মতো সর্বদা পরিবর্তনশীল: ফুল শুকিয়ে যায়, শরীর বুড়িয়ে যায়, আর মানুষের মতামত প্রতিনিয়ত বদলায়। কিন্তু প্লেটো বললেন, এই নশ্বর জগত মূলত এক শাশ্বত, অবিনশ্বর এবং পারমেনাইডীয় **রূপের জগতের** (*ফর্মস*) অপূর্ণ ছায়ামাত্র।

> *“আত্মা এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারে না; আর এই শিক্ষাই তার পরকালের যাত্রায় সবচেয়ে বড় সাহায্য অথবা সবচেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।” — প্লেটো*

একটি কাঠের চেয়ার ভেঙে যেতে পারে বা আগুনে পুড়ে ছাই হতে পারে, কিন্তু “চেয়ারত্বের” যে সার্বজনীন ধারণা বা রূপ, তা শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল। আরও গভীরভাবে, মানুষের কোনো আইন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু **ন্যায়বিচারের পরম রূপ** (Form of Justice) কোনো মানুষের মস্তিষ্ক বা সংসদীয় ভোটের ওপর নির্ভর করে না; তা নৈর্ব্যক্তিকভাবে শাশ্বত সত্য। আর এই সকল রূপের

চূড়ায় অবস্থান করে **পরম শুভের রূপ** (Form of the Good), যা আত্মাকে সত্যে আলোকিত করে যেমন সূর্য বস্তুজগতে জীবন দান করে।

দার্শনিক রাজা ও অন্ধকারে প্রত্যাবর্তন

প্লেটোর দর্শন কোনো নিছক তাত্ত্বিক সন্ন্যাসবাদ ছিল না। গুহার রূপকের সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী অংশ হলো: মুক্ত দার্শনিককে একা সূর্যের আলোয় উপভোগ করতে দেওয়া হবে না; তাকে পুনরায় নেমে যেতে হবে সেই অন্ধকার গুহায়, বাকি বন্দিদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে। যদিও তারা তাকে অন্ধ ও উন্মাদ ভেবে উপহাস করবে এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে — যা সক্রেটিসের আত্মত্যাগের এক স্পষ্ট প্রতিফলন। প্লেটোর বিশ্বাস ছিল, যতদিন দার্শনিকরা রাজা না হবেন, অথবা পৃথিবীর রাজারা দর্শনের প্রজ্ঞায় দীক্ষিত না হবেন, ততদিন মানব জাতির দুর্ভোগ ও অবিচারের কোনো অবসান ঘটবে না।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "গুহার রূপক — প্লেটো, রূপের তত্ত্ব ও দ্বিধাবিভক্ত রেখা"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৪।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-04-allegory-cave-plato-forms-divided-line-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

জ্ঞানীদের শিক্ষক — অ্যারিস্টটল, উদ্দেশ্যবাদ ও নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র

জ্ঞানীদের শিক্ষক — অ্যারিস্টটল, উদ্দেশ্যবাদ ও নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র

505 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৫: *লাইসিপোসের অ্যারিস্টটল ভাস্কর্যের রোমান অনুলিপি (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০), আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা ও উদ্দেশ্যবাদী দর্শনের রূপকার।*

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে প্লেটোর অ্যাকাডেমির ছায়াতলে প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক স্তম্ভ হিসেবে বিচরণ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু যখন লাইসিয়ামে তাঁর নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলার সময় এলো, তখন তিনি এক ঐতিহাসিক সংস্কার সাধন করলেন। রাফায়েলের কালজয়ী ফ্রেস্কো *দ্য স্কুল অব এথেন্স*-এ প্লেটো যেখানে তর্জনী তুলে আকাশের অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে নির্দেশ করছেন, অ্যারিস্টটল সেখানে তাঁর হাতের তালু মাটির সমান্তরালে মেলে ধরে পার্থিব বস্তু, জীবদেহের গঠন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন: *“প্লেটো আমার পরম প্রিয় শিক্ষক, কিন্তু সত্য তার চেয়েও অনেক বেশি প্রিয়।”*

বস্তু, আকার ও রূপতত্ত্ব (হাইলোমরফিজম)

প্লেটোর সেই রূপ বা ধারণার দ্বৈত জগৎকে অ্যারিস্টটল সরাসরি নাকচ করে দিলেন। রূপ যদি পার্থিব বস্তুর বাইরে অন্য এক কাল্পনিক জগতে থাকে, তবে তা বাস্তব বস্তুর পরিবর্তন বা গতির কারণ হবে কীভাবে? এর সমাধানে অ্যারিস্টটল প্রস্তাব করলেন **হাইলোমরফিজম** (উপাদান ও আকারের মিলন): বাস্তব জগতে যা কিছু বিদ্যমান, তা মূলত নির্দিষ্ট বাস্তব বস্তু (*উসিয়া*)। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে 'উপাদান' থাকে তার সম্ভাবনা (*পটেনশিয়ালিটি*) হিসেবে, আর 'আকার' বা রূপ তাকে এনে দেয় চূড়ান্ত বাস্তবতা (*অ্যাকচুয়ালিটি*)। ব্রোঞ্জের মূর্তি ব্রোঞ্জ ধাতু এবং মূর্তির আকার — উভয়ের মেলবন্ধন ছাড়া কখনো অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

সত্তার চার কারণ (আইতিয়া)

অ্যারিস্টটলের মতে, যেকোনো প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (*এপিস্টেমে*) অর্জনের জন্য চারটি মৌলিক কারণ জানা অপরিহার্য:

- **উপাদানগত কারণ (Material Cause):** যে বস্তু দিয়ে সত্তাটি গঠিত (যেমন: মার্বেল পাথরের তৈরি ভাস্কর্য)।
- **আকারগত কারণ (Formal Cause):** সত্তাটির গঠন, নকশা বা সংজ্ঞা (যেমন: ভাস্কর্যের শারীরিক অনুপাত ও গড়ন)।
- **কার্যকরী কারণ (Efficient Cause):** যে বাহ্যিক শক্তির ক্রিয়ায় রূপান্তরটি ঘটে (যেমন: হাতুড়ি ও বাটালি হাতে ভাস্করের শ্রম)।
- **চূড়ান্ত বা উদ্দেশ্যগত কারণ (Final Cause / Telos):** যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে সত্তাটি নির্মিত বা বিকশিত (যেমন: কোনো বীরের স্মৃতি অমর করা)।

উদ্দেশ্যবাদ (টেলিওলজি) ও জীবজগতের ইঞ্জিন

অ্যারিস্টটল ছিলেন ইতিহাসের প্রথম মহান জীববিজ্ঞানী। লেসবস দ্বীপে সামুদ্রিক প্রাণীদের ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে সমগ্র প্রকৃতি **উদ্দেশ্যবাদ** (*টেলিওলজি*) দ্বারা পরিচালিত: একটি ছোট্ট ওক ফলের ভেতরেই মহীরুহ ওক গাছ হয়ে ওঠার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য সুপ্ত থাকে। প্রকৃতি অকারণে কিছুই করে না; প্রতিটি অঙ্গ, জীবপ্রক্রিয়া এবং বাস্তুসংস্থান একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি।

এই মহাজাগতিক শৃঙ্খলার শীর্ষে অবস্থান করে **স্থির আদি চালক** (*Unmoved Mover*) — এক শাশ্বত, অবস্তুগত বিশুদ্ধ বাস্তবতা, যার মধ্যে কোনো অপূর্ণ সম্ভাবনা নেই। এই চালক বস্তুজগতকে বাহ্যিক ধাক্কা দিয়ে চালায় না; বরং পরম সৌন্দর্য ও আকর্ষণের মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বকে নিজের দিকে টানে, যাতে প্রকৃতির প্রতিটি সত্তা তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে।

নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র: ইউদাইমোনিয়া ও মধ্যপন্থা

মানুষের নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যবাদ প্রয়োগ করে অ্যারিস্টটল প্রশ্ন করলেন: *মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা শ্রেয় কী?* সম্পদ, ক্ষমতা বা বাহ্যিক সম্মান মানুষ অন্য কিছু পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে চায়; কিন্তু কেবল **ইউদাইমোনিয়া** (মানবিক সার্থকতা বা আত্মবিকাশ) মানুষ নিজের জন্যই কামনা করে। যেহেতু মানুষ এক বুদ্ধিমান সামাজিক প্রাণী, তাই ইউদাইমোনিয়া অর্জিত হয় প্রজ্ঞাশীল সৎকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে।

> *"আমরা প্রতিনিয়ত যা করি, আমরা সেটাই হয়ে উঠি। অতএব উৎকর্ষ কোনো ক্ষণিক কাজ নয়, এটি মূলত একটি অভ্যাস।" — অ্যারিস্টটল*

Shakil Mahmud • Research Monograph

অ্যারিস্টটলের নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো **সোনালী মধ্যপন্থা** (Golden Mean): পুণ্য হলো দুটি ক্ষতিকর চরম সীমার মধ্যবর্তী এক ভারসাম্য। যেমন সাহসিকতা হলো ভীরুতা (অভাব) এবং হঠকারিতা বা দুঃসাহসিকতার (বাড়াবাড়ি) মধ্যবর্তী সোনালী রূপ। এই চারিত্রিক ভারসাম্য কোনো জন্মগত বৈশিষ্ট্য নয়; এটি দৈনন্দিন জীবনে বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (*ফ্রনেসিস*) মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক আজীবন সাধনার অভ্যাস।



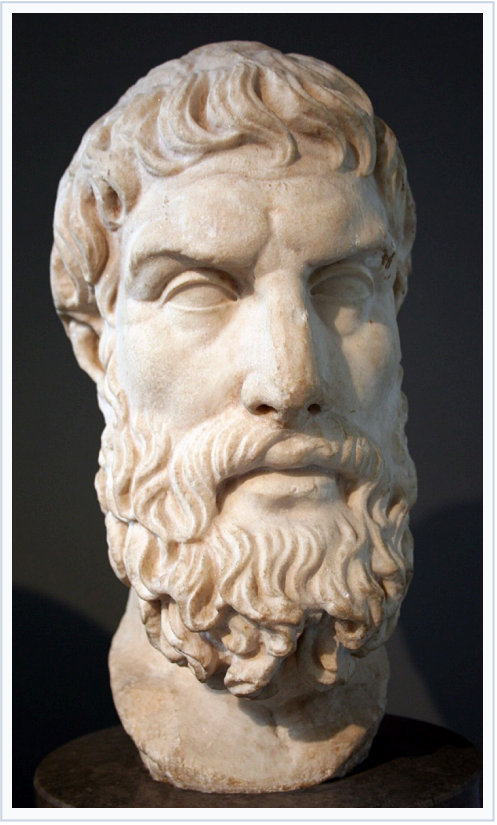
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "জ্ঞানীদের শিক্ষক — অ্যারিস্টটল, উদ্দেশ্যবাদ ও নিকোমাকিয়ান নীতিশাস্ত্র"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৫।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-05-master-those-who-know-aristotle-teleology-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

বাগান ও বারান্দা — এপিকিউরাস, স্টোইক দর্শন ও মানসিক প্রশান্তি

বাগান ও বারান্দা — এপিকিউরাস, স্টোইক দর্শন ও মানসিক প্রশান্তি

538 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৬: *এপিকিউরাসের মার্বেল আবক্ষ মূর্তি, হেলেনিস্টিক বস্তুবাদী পরমাণুবাদ ও অনাবিল মানসিক প্রশান্তি (অ্যাটারাক্সিয়া)-র প্রবক্তা।*

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বিশাল হেলেনিস্টিক সাম্রাজ্যগুলোর সামরিক সংঘাত ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে সাধারণ মানুষ অনুভব করল তাদের চরম রাজনৈতিক অসহায়ত্ব। বিশাল তাত্ত্বিক মহাজাগতিক গবেষণার পরিবর্তে দর্শনের সামনে তখন প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল এক গভীর মানবিক সংকট: *এই অনির্দেশ্য, হিংস্র ও অশান্ত পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে মানসিক প্রশান্তি, আত্মমর্যাদা ও অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে?* এই অস্তিত্বের সংকট থেকেই জন্ম নিল প্রাচীন হেলেনিস্টিক যুগের দুই চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন: **এপিকিউরিয়ানিজম** ও **স্টোইসিজম**।

এপিকিউরাস ও সহজ আকাঙ্ক্ষার বাগান

এথেন্সের কোলাহলময় প্রাচীরের বাইরে একটি সাধারণ বাড়ি ও বাগান কিনেছিলেন এপিকিউরাস। সেখানে তিনি গড়ে তুললেন এক মুক্ত দার্শনিক গোষ্ঠী, যা তৎকালীন অভিজাত সমাজকে চমকে দিয়েছিল; কারণ সেখানে দাস, নারী ও যৌনকর্মীদের সমমর্যাদায় বরণ করে নেওয়া হতো। আধুনিক যুগে “এপিকিউরিয়ান” বলতে বিলাসবহুল ভোজনরসিক বোঝানো হলেও, বাস্তব জীবনে এপিকিউরাস

Shakil Mahmud • Research Monograph

বেঁচে থাকতেন কেবল রুটি, জল আর সামান্য জলপাই খেয়ে।

এপিকিউরাস মানুষের মানসিক দুঃখের প্রধান দুটি কারণ চিহ্নিত করলেন: দেবতাদের ক্রোধের ভয় এবং মৃত্যুর ভয়। ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ ব্যবহার করে তিনি দেখালেন যে এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ বস্তুগত পরমাণু ও শূন্যতার সমষ্টি। দেবতারা যদি থেকেও থাকেন, তাঁরা নিজ জগতের পরম আনন্দে মগ্ন; মানুষের পাপ-পুণ্য নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আর মৃত্যুর ভয় প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিল অমর:

> *"মৃত্যু আমাদের কাছে কিছুই নয়। কারণ যতদিন আমরা আছি, ততদিন মৃত্যু নেই; আর যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, তখন আমরাই আর থাকব না।" — এপিকিউরাস*

এপিকিউরাসের দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো **অ্যাটারাক্সিয়া** (উদ্বেগমুক্ত মানসিক প্রশান্তি) এবং **অ্যপোনিয়া** (শারীরিক বেদনাহীনতা)। তিনি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করেন: প্রাকৃতিক ও প্রয়োজনীয় (ক্ষুধার অন্ন, সত্যিকারের বন্ধুত্ব, দর্শন চর্চা), প্রাকৃতিক কিন্তু অপ্রয়োজনীয় (বিলাসবহুল ভোজ), এবং অপ্রাকৃতিক ও অন্তঃসারশূন্য (ক্ষমতা, খ্যাতি, রাজনৈতিক পদমর্যাদা)। তাঁর মতে, বাসনাকে প্রথম স্তরে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলেই মানুষের জীবন এক শান্তিময় স্বর্গে রূপান্তরিত হয়।

হেলেনিস্টিক দর্শনের তুলনামূলক রূপরেখা

তুলনামূলক ক্ষেত্র	এপিকিউরিয়ানিজম (বাগান)	স্টোইসিজম (চিত্রিত বারান্দা)
ভৌত বাস্তবতা	মহাশূন্যে গতিশীল বস্তুগত পরমাণুবাদ	মহাবিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরীয় যুক্তি (লোগোস)
সর্বোচ্চ লক্ষ্য (টেলস)	*অ্যাটারাক্সিয়া* (প্রশান্তি) ও যন্ত্রণাহীনতা	*আরেতে* (পুণ্য) ও প্রকৃতির নিয়মে জীবনযাপন
রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা	রাজনীতি থেকে দূরে নির্জন জীবন	বিশ্বনাগরিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন
আবেগ নিয়ন্ত্রণ	কেবল প্রাকৃতিক সহজ ইচ্ছা পূরণ	*অ্যাপাথিয়া*: অন্ধ ও অযৌক্তিক আবেগের অবলুপ্তি

স্টোইক বারান্দা: এপিকটেটাস, সেনেকা ও মার্কাস অরেলিয়াস

এথেন্সের উন্মুক্ত চিত্রিত বারান্দায় (*স্টোয়া পইকিলে*) দাঁড়িয়ে সিটিয়ামের জিনো যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা রোমান সাম্রাজ্যে এক মহাকাব্যিক রূপ ধারণ করে। স্টোইকদের মতে, বাহ্যিক পরিস্থিতি কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণে নাও থাকতে পারে; কিন্তু সেই পরিস্থিতির মুখে নিজের চরিত্র, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিক্রিয়ার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ চিরন্তন ও সার্বভৌম (*প্রোহাইরেসিস*)।

রোমান যুগে স্টোইসিজম তার পূর্ণ শিখরে পৌঁছেছিল তিন অনন্য মনীষীর হাত ধরে:

- **এপিকটেটাস:** এক পঙ্গু সাবেক কৃতদাস, যিনি তৈরি করেছিলেন *নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত নীতি*: ভাগ করে নাও কী তোমার নিয়ন্ত্রণে আছে (তোমার চিন্তা, ইচ্ছা, নৈতিকতা) আর কী তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই (খ্যাতি, সম্পদ, রোগবালাই)। যা নিয়ন্ত্রণে নেই, তার সাথে মনের শান্তিকে কখনো জড়াবে না।
- **সেনেকা:** রোমের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক ও নাট্যকার, যিনি বিপদের পূর্বপ্রস্তুতির (*Premeditatio Malorum*) মাধ্যমে আকস্মিক দুর্যোগেও অবিচল থাকার মানসিক শক্তি শিখিয়েছিলেন।
- **মার্কাস অরেলিয়াস:** রোমান সম্রাট, যিনি বরফাচ্ছন্ন দানিয়ুব নদীর তীরে যুদ্ধের তাঁবুতে বসে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি *মেডিটেশনস* লিখেছিলেন। তিনি নিজেকে মনে করিয়ে দিতেন মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে এবং ভাগ্যকে আলিঙ্গন করতে (*অমর ফাতি*)।

স্টোইক দর্শনের কাছে স্বাধীনতা মানে বাহ্যিক বাধার অনুপস্থিতি নয়; স্বাধীনতা হলো নিজের মনের ওপর পূর্ণ প্রভুত্ব — আত্মার ভেতরে গড়ে তোলা এমন এক *অভ্যন্তরীণ দুর্গ*, যাকে কোনো অত্যাচারী শাসক বা পার্থিব ট্র্যাজেডি কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বাগান ও বারান্দা — এপিকিউরাস, স্টোইক দর্শন ও মানসিক প্রশান্তি"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৬।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-06-garden-porch-epicurus-stoicism-ataraxia-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

ভারতীয় দর্শন — ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধ অনাত্মবাদ

ভারতীয় দর্শন — ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধ অনাত্মবাদ

500 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৭: *গান্ধারের ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তি, প্রাচ্যের দুঃখতত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ ও চেতনার গভীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রতীক।*

গ্রিসের অ্যাগোরায় সক্রেটিস-প্লেটো যখন মহাবিশ্বের স্বরূপ নিয়ে বিতর্কে মগ্ন ছিলেন, ঠিক তখনই প্রাচ্যের গঙ্গাতীরে গড়ে উঠেছিল সমান গভীর ও যুক্তিগ্রাহ্য এক অনন্য দার্শনিক ঐতিহ্য। ভারতীয় দর্শন — যাকে বলা হয় **দর্শন** (সংস্কৃত মূল 'দৃশ' ধাতু থেকে যার অর্থ "পরম সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন") — কোনো অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সমষ্টি ছিল না। এটি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ যুক্তিবিদ্যা, বিতর্ক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক মহীরুহ, যার মূল চালিকাশক্তি ছিল এক বাস্তব ও গভীর অস্তিত্ববাদী লক্ষ্য: মানব জীবনের দুঃখের (*দুঃখ*) কারণ চিহ্নিত করা এবং শাশ্বত মুক্তি (*মোক্ষ বা নির্বাণ*) অর্জন করা।

জ্ঞানের পদ্ধতি: প্রমাণ শাস্ত্র

ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি শাখা আলোচনার সূচনাতেই জ্ঞানতত্ত্বের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটির মীমাংসা করে নেয়: *আমরা কোনো কিছুকে সত্য বলে জানব কীভাবে?* একে বলা হয় **প্রমাণ** বা সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম:

- **প্রত্যক্ষ:** ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সরাসরি বস্তু উপলব্ধি করা (বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি)।

- **অনুমান:** অবরোহী ও আরোহী যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যা **ন্যায়** দর্শন পাঁচ ধাপের নিখুঁত যুক্তিকাঠামোয় বিন্যস্ত করেছিল (যেমন: পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণ)।
- **উপমান:** কোনো পরিচিত বিষয়ের সাদৃশ্যের মাধ্যমে নতুন বস্তুকে চেনা।
- **শব্দ:** নির্ভরযোগ্য ও সত্যদর্শী শাস্ত্র বা বিশেষজ্ঞের আপ্তবাক্য।

ভারতীয় দর্শনের ষড়দর্শন (ছয় আস্তিক শাখা)

বেদকে স্বীকার করে ভারতীয় ঐতিহ্য ছয়টি পারস্পরিক পরিপূরক দার্শনিক ধারায় বিভক্ত হয়েছিল:

- **ন্যায় ও বৈশেষিক:** আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব এবং জগতের পরমাণুবাদী বস্তুগত শ্রেণিবিন্যাস।
- **সাংখ্য ও যোগ:** মহাবিশ্বকে বিশুদ্ধ চেতনা (*পুরুষ*) ও সচল প্রকৃতিতে (*প্রকৃতি*) বিভক্তকারী দ্বৈত দর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক আত্মনিয়ন্ত্রণ।
- **মীমাংসা ও বেদান্ত:** বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ এবং শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত — যেখানে জীব ও পরমব্রহ্ম এক ও অভিন্ন।

সাংখ্য দর্শনের দ্বৈতবাদ: পুরুষ ও প্রকৃতি

বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসে **সাংখ্য** দর্শন ছিল এক অসামান্য দ্বৈতবাদী সৃষ্টি। মহাবিশ্ব মূলত দুটি চিরন্তন, জন্মহীন সত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত: **প্রকৃতি** — যা জগতের সমস্ত জড়পদার্থ, মন ও অহংকারের বিবর্তনশীল উৎস, যা তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) ভারসাম্যে পরিচালিত; এবং **পুরুষ** — যা নির্লিপ্ত, শাশ্বত ও সাক্ষী চেতনা।

সাংখ্য দর্শনের মতে, মানুষের বন্ধন ও দুঃখের কারণ হলো অজ্ঞতা: নিষ্ক্রিয় চেতনাসত্তা ‘পুরুষ’ ভুল করে নিজেকে প্রকৃতির অস্থির রূপান্তরের সাথে একাত্ম ভেবে বসে। যখন এই পরম উপলব্ধি আসে যে চেতনা শরীরের রোগ, শোক বা মৃত্যুর সাথে যুক্ত নয়, তখনই আত্মজ্ঞান ও মুক্তি অর্জিত হয়।

বৌদ্ধ বিপ্লব: প্রতীত্যসমুৎপাদ ও অনাত্মবাদ

সনাতন ধারার শাশ্বত আত্মা (*আত্মন*) ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে গৌতম বুদ্ধ এমন এক বৈপ্লবিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরলেন, যা আধুনিক ডেভিড হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও আধুনিক নিউরোসায়েন্সের গবেষণার চেয়ে দুই হাজার বছর অগ্রগামী ছিল।

> *“সকল সংস্কার অনিত্য; সকল সংস্কার দুঃখপূর্ণ; আর জগতের কোনো সত্তাতেই কোনো স্থায়ী আত্মা নেই।” — ধম্মপদ*

বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রীয় নীতি হলো **প্রতীত্যসমুৎপাদ** (কার্যকারণ সাপেক্ষে উৎপত্তি): জগতের কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন, শাশ্বত বা স্বাধীনভাবে টিকে থাকে না; সবকিছুই অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে ক্ষণিক সময়ের জন্য জন্ম নেয় ও মিলিয়ে যায়। অতএব মানুষ যখন নিজের অন্তরে ডুব দিয়ে আত্মাকে খুঁজতে যায়, সে কোনো স্থায়ী ‘আমি’-কে খুঁজে পায় না। সে পায় পাঁচটি দ্রুত পরিবর্তনশীল স্তূপ বা **পঞ্চস্কন্ধ**: রূপ (শরীর), বেদনা (অনুভূতি), সংজ্ঞা (উপলব্ধি), সংস্কার (মানসিক প্রবণতা) এবং বিজ্ঞান (চেতনাপ্রবাহ)।

এই হলো বুদ্ধের বিখ্যাত **অনাত্মবাদ** (অনাত্তা): কোনো স্থায়ী অহং বা আত্মা নেই। ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই বিভ্রান্তিকর অন্ধ মোহ থেকেই সকল তৃষ্ণা ও দুঃখের উৎপত্তি। যখন মানুষ এই মোহজাল ছিন্ন করে, তখন তার আত্মকেন্দ্রিক কামনা নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং সে লাভ করে পরম মুক্তির নির্বাণ।

Shakil Mahmud • Research Monograph



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ভারতীয় দর্শন — ন্যায়, সাংখ্য ও বৌদ্ধ অনাত্মবাদ"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৭।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-07-indian-darshanas-samkhya-buddhist-anatta-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

ঈশ্বরের নগর — অগাস্টিন, প্লোটিনাস ও সময়ের দর্শন

ঈশ্বরের নগর — অগাস্টিন, প্লোটিনাস ও সময়ের দর্শন

608 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৮: *ফিলিপ দ্য শাঁপেইনের আঁকা সেন্ট অগাস্টিন, পরম সত্যের দৈব দ্যুতি ও সময়ের দার্শনিক গভীরতা অনুধাবনরত।*

রোমান সাম্রাজ্য যখন অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও বর্বর আক্রমণকারীদের আঘাতে ভেঙে পড়ছিল, তখন প্রাচীন দর্শন বহির্জগতের রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে মানব আত্মার গভীর আত্মবিশ্লেষণের দিকে ধাবিত হলো। মিশরে জন্ম নেওয়া আলেকজান্দ্রিয়ার মহান দার্শনিক প্লোটিনাস গড়ে তুললেন **নব্য-প্লেটোবাদ** (নিওপ্লেটোনিজিম) — যেখানে সমগ্র মহাবিশ্বকে বর্ণনা করা হলো এক অখণ্ড, অবর্ণনীয় এবং পরম উৎস **এক** (*দ্য ওয়ান* বা *তো হেন*) থেকে বিচ্ছুরিত অনন্ত আলো হিসেবে। এর এক শতাব্দী পর, ৪১০ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথরা যখন চিরন্তন নগরী রোম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করল, তখন উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো শহরের বিশপ অগাস্টিন সেই নব্য-প্লেটোবাদের সাথে খ্রিস্টীয় ভাবনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটালেন, যা আগামী এক হাজার বছরের ইউরোপীয় চিন্তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

প্লোটিনাস ও পরম একের বিচ্ছুরণ

প্লোটিনাস বিশ্বজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে কোনো বাহ্যিক কারিগরি ঈশ্বরের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, সূর্য থেকে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোর কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি পরম **এক** থেকে স্বাভাবিক নিয়মে সমগ্র মহাবিশ্ব নেমে এসেছে। এই ‘এক’ কোনো সীমাবদ্ধ সত্তা বা ব্যক্তি নয়; তা স্থান-কাল ও বর্ণনার অতীত এক পরম অদ্বৈত বাস্তবতা।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্লোটিনাসের ত্রয়ী মহাজাগতিক স্তর

1. **পরম এক (তো হেন):** অখণ্ড, পরম উৎস যা থেকে সমস্ত অস্তিত্ব অবিরাম জন্ম নেয়, কিন্তু তা কখনো হ্রাস পায় না।
2. **বুদ্ধি বা পরম মন (নুস):** প্রথম বিচ্ছুরণ, যার মধ্যে প্লেটোর সমস্ত শাশ্বত রূপ ও ধারণা বিদ্যমান।
3. **মহাজাগতিক আত্মা (সাইকি):** যা বোধগম্য অমর জগৎ এবং স্থান-কালের নশ্বর বস্তুজগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

প্লোটিনাসের দর্শনে জড়বস্তু হলো এই আলোর সবচেয়ে দূরবর্তী সীমানা — যেখানে আলোর অভাবই হলো অন্ধকার। ফলে তাঁর মতে মন্দ বা পাপের কোনো স্বাধীন বস্তুগত অস্তিত্ব নেই; পাপ হলো মূলত মঙ্গলের অভাব (*privatio boni*)। মানুষের আত্মার চরম সার্থকতা হলো এই জড়দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ কাটিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে পুনরায় সেই পরম ‘এক’-এর সাথে বিলীন হওয়া (হেনোসিস)।

অগাস্টিন ও অন্তর্জগতের আবিষ্কার

৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে অগাস্টিন যখন তাঁর কালজয়ী আত্মজীবনী *কনফেশনস* লিখলেন, তখন বিশ্বসাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার জন্ম হলো — গভীর মনস্তাত্ত্বিক আত্মস্বীকারোক্তি। নিজের যৌবনের ভোগবিলাস, সংশয় ও সত্যের তৃষ্ণার কথা স্মরণ করে অগাস্টিন ঘোষণা করলেন যে সত্য বাইরের পৃথিবীতে নয়, মানুষের অন্তরের নিভৃতে বাস করে: *“বাইরে বৃথা ঘুরে মেরো না; নিজের ভেতরে প্রবেশ করো। মানুষের অন্তর্জগতেই শাশ্বত সত্য বাস করে।”*

> *“হে প্রভু, তুমি তোমার নিজের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছ; তাই তোমার মাঝে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের হৃদয় চিরকাল অশান্ত থাকবে।” — সেন্ট অগাস্টিন*

প্লোটিনাসের মতো অগাস্টিনও বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর কোনো অমঙ্গল সৃষ্টি করেননি; অমঙ্গল হলো মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অপপ্রয়োগ — যখন মানুষ অনন্ত সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব বস্তুকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে বসে।

সময়ের রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিস্তার (ডিস্টেনশিও অ্যানিমি)

কনফেশনস গ্রন্থের একাদশ খণ্ডে অগাস্টিন সময় নিয়ে এমন এক অমর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, যা দর্শনের ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি অকপটে স্বীকার করেন: *“সময় কী? কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস না করে, আমি খুব ভালো করেই জানি; কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে আমাকে বুঝিয়ে বলতে বলে, তবে আমি আর কিছুই জানি না!”*

তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত কূটাভাস: অতীত যা ছিল তা আর এখন নেই; ভবিষ্যৎ যা আসবে তা এখনো ঘটেনি; আর বর্তমান হলো চোখের পলকের মতো ক্ষণিক মুহূর্ত, যা ধরার আগেই অতীতে মিলিয়ে যায়। তবে আমরা সময়ের পরিমাপ করি কীভাবে? অগাস্টিন উপলব্ধি করলেন সময় কোনো বাইরের ঘড়ির কাঁটা বা নক্ষত্রের গতিতে থাকে না; সময় মূলত মানুষের মনের ভেতরে বাস করে — মানুষের স্মৃতি অতীতকে ধরে রাখে, মনোযোগ বর্তমানকে ধারণ করে, আর প্রত্যাশা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকে (*ডিস্টেনশিও অ্যানিমি*)।

ঈশ্বরের নগর বনাম পার্থিব নগর

রোমের পতনের পর পৌত্তলিকরা যখন অভিযোগ তুলল যে নতুন ধর্মের কারণেই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, তখন অগাস্টিন রচনা করলেন তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ *দ্য সিটি অব গড* (ঈশ্বরের নগর)। তিনি মানব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করলেন দুটি অদৃশ্য নগরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব হিসেবে: একটি হলো **পার্থিব নগর**, যা আত্মপ্রেম ও অহংকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত; আর অন্যটি হলো **ঈশ্বরের নগর**, যা সত্য ও ঐশ্বরিক প্রেমের

ওপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব রাজত্ব সাময়িক ও ভঙ্গুর। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন: *“ন্যায়বিচার ছাড়া রাষ্ট্র মূলত একদল বড় ডাকাত দলের চেয়ে বেশি কিছু নয়।”* প্রকৃত শান্তি কেবল শাশ্বত সত্যের রাজ্যেই সম্ভব।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ঈশ্বরের নগর — অগাস্টিন, প্লোটিনাস ও সময়ের দর্শন"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৮।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-08-city-of-god-augustine-plotinus-time-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

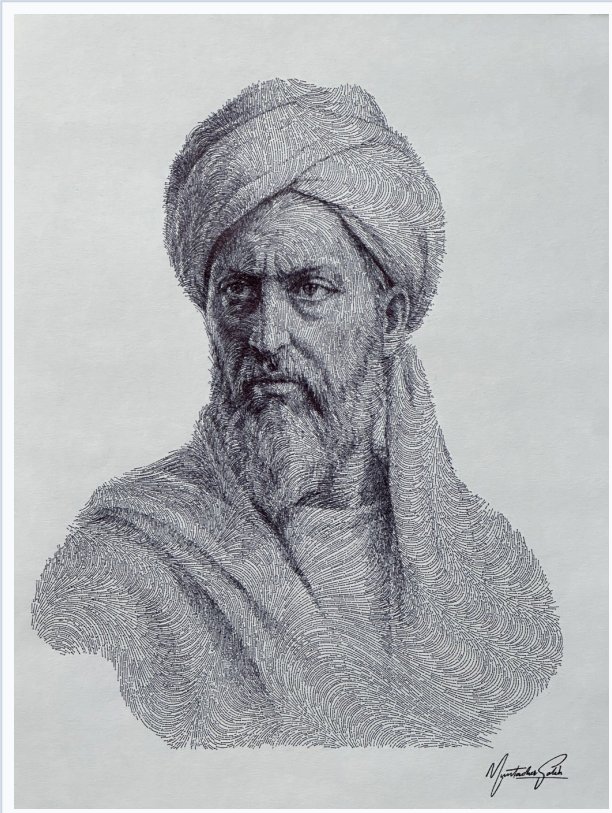
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

জ্ঞানের গৃহ — ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইসলামী পেরিপেটেটিক দর্শন

জ্ঞানের গৃহ — ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইসলামী পেরিপেটেটিক দর্শন

581 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৯: *ইবনে সিনা (অ্যাভিসেনা), মুসলিম বহুবিদ্যাবিশারদ যাঁর অ্যারিস্টটলীয় যুক্তি ও নিওপ্লেটোনিজমের সমন্বয় মধ্যযুগীয় দর্শন গঠন করেছিল।*

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপ যখন শত শত বছর ধরে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় ও জ্ঞানচর্চাহীনতায় নিমজ্জিত ছিল, ঠিক তখনই ইসলামী দুনিয়ায় দর্শনের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছিল অভূতপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ পরিণত হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর বৌদ্ধিক তীর্থক্ষেত্রে। বাগদাদের কিংবদন্তিতুল্য **জ্ঞানের গৃহ** (*বাইতুল হিকমাহ*)-এ খলিফা আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছিল মানব ইতিহাসের বৃহত্তম অনুবাদ আন্দোলন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড, গ্যালেন এবং ভারতের গণিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো আরবিতে অনূদিত হলো। কিন্তু মুসলিম মনীষীরা কেবল প্রাচীন গ্রিক দর্শনকে সংরক্ষণ করেননি; তাঁরা একে অত্যন্ত সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে পুনর্গঠন করেছিলেন, যার ফলে জন্ম নিয়েছিল দর্শনের এক নবযুগ — **ফালসাফা**।

ইবনে সিনা (অ্যাভিসেনা) ও সত্তার অধিবিদ্যা

পারস্যের বুখারায় জন্ম নেওয়া আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে সিনা — পাশ্চাত্যে যিনি **অ্যাভিসেনা** (৯৮০–১০৩৭) নামে পরিচিত — ছিলেন চিকিৎসা ও দর্শনের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অমর দার্শনিক বিশ্বকোষ *কিতাব আল-শিফা* (আরোগ্যের গ্রন্থ)-তে ইবনে সিনা অ্যারিস্টটলের একটি গভীর জটিলতার মীমাংসা করেন এক বৈপ্লবিক পার্থক্যের মাধ্যমে: **সারসত্তা** (*মাহিয়া* বা বস্তুটি কী) এবং **অস্তিত্ব** (*উজুদ* বা বস্তুটি বাস্তবে আছে কি না)।

তিনি দেখালেন, নশ্বর জগতের যেকোনো বস্তুর (যেমন একটি ঘোড়া বা গাছ) সারসত্তার মধ্যে তার বাস্তব অস্তিত্বের নিশ্চয়তা থাকে না। মানুষ একটি কাল্পনিক ড্রাগন বা ইউনিকর্নের সারসত্তা নির্ভুলভাবে কল্পনা করতে পারে, যদিও বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। অতএব নশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব হলো এক বহিরাগত দান। এখান থেকেই ইবনে সিনা তাঁর বিখ্যাত মহাজাগতিক প্রমাণ তুলে ধরলেন: এই সকল শর্তাধীন ও নশ্বর বস্তুর কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত এমন এক পরম সত্তার কাছে গিয়ে থামতে হবে, যাঁর সারসত্তাই হলো তাঁর অস্তিত্ব — অর্থাৎ **ওয়াজিব আল-উজুদ** (অনস্বীকার্য পরম সত্তা বা ঈশ্বর)।

ইবনে সিনার ভাসমান মানব (Floating Man) পরীক্ষা

দেকার্তের “কজিটো” তত্ত্বের ছয় শতাব্দী আগে ইবনে সিনা মনস্তত্ত্বের এক যুগান্তকারী চিন্তন পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছিলেন:

> *“কল্পনা করুন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ সৃষ্টি করে মহাশূন্যে বা কোনো শান্ত বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হলো, যার চোখ বাঁধা, হাত-পা এমনভাবে প্রসারিত যে কোনো অঙ্গের সাথে কোনো অঙ্গের স্পর্শ নেই, এবং কোনো শব্দ বা আলো তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। এমন অবস্থায় সেই মানুষটি কি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে?”*

ইবনে সিনা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন: *অবশ্যই থাকবে।* সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি হারিয়ে গেলেও মানুষটি তার অন্তরে সরাসরি নিজের আত্মসচেতনতা অনুভব করবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন যে মানুষের আত্মা শরীরের কোনো জৈব যন্ত্র নয়; আত্মা এক অবস্তুগত, স্বাধীন ও অবিনশ্বর সত্তা।

ঐতিহাসিক বিতর্ক: আল-গাজ্জালী ও দর্শনের অসংলগ্নতা

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম যুক্তিবাদী দর্শনের সামনে এক প্রবল ধর্মতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিশিষ্ট বিচারক ও সুফি দার্শনিক ইমাম আবু হামিদ **আল-গাজ্জালী** (১০৫৮–১১১১)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *তাহাফুত আল-ফালাসিফা* (দার্শনিকদের অসংলগ্নতা)-তে তিনি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই যুক্তিবিদ্যার অস্ত্র ব্যবহার করলেন।

আল-গাজ্জালী অ্যারিস্টটলীয় অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর আঘাত হানলেন। তিনি উদাহরণ দিলেন: আগুন যখন তুলা স্পর্শ করে এবং তুলা পুড়ে যায়, আমরা কেবল দেখি আগুনের স্পর্শের সাথে পোড়ার ঘটনাটি ঘটছে; কিন্তু আগুনই যে তুলা পোড়াতে বাধ্য, এমন কোনো অন্তর্নিহিত কারণ আমরা দেখতে পাই না। ডেভিড হিউমের সাতশো বছর আগে গাজ্জালী দেখালেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ পর্যবেক্ষণ কেবল দুটি ঘটনার সহাবস্থান দেখায়, কোনো অনিবার্য আধিভৌতিক সংযোগ প্রমাণ করতে পারে না।

ইবনে রুশদ (অ্যাভেরোয়েস) ও অ্যারিস্টটলের পুনরুদ্ধার

এর এক শতাব্দী পর স্পেনের মুসলিম কর্ডোবা নগরীতে জন্ম নেওয়া প্রধান কাজী ও চিকিৎসাবিদ আবু আল-ওয়ালিদ মুহাম্মদ **ইবনে রুশদ** — পাশ্চাত্যে যিনি **অ্যাভেরোয়েস** (১১২৬–১১৯৮) নামে খ্যাত — রচনা করলেন তাঁর ঐতিহাসিক জবাব: *তাহাফুত আল-তাহাফুত* (অসংলগ্নতার অসংলগ্নতা)। তিনি প্রমাণ করলেন ধর্মীয় ঐশীবাণী এবং দার্শনিক যুক্তি মূলত একই পরম সত্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ। সাধারণ মানুষের জন্য ধর্মীয় রূপক অপরিহার্য, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের জন্য গভীর দার্শনিক অনুসন্ধান এক পরম ধর্মীয় কর্তব্য।

Shakil Mahmud • Research Monograph

ইবনে রুশদের সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পরবর্তীকালে প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনূদিত হয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও জ্ঞানালোক যুগের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। দান্তে তাঁর *ডিভাইন কমেডি*-তে ইবনে রুশদকে সম্মান জানিয়ে লিখেছিলেন: *“সেই মহান পণ্ডিত, যিনি বিশ্ব দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।”*

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "জ্ঞানের গৃহ — ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও ইসলামী পেরিপেটেটিক দর্শন"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ৯।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-09-house-wisdom-avicenna-averroes-peripatetics-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

স্কলাস্টিক সংশ্লেষ — টমাস অ্যাকুইনাস, যুক্তি ও পঞ্চ প্রমাণ

স্কলাস্টিক সংশ্লেষ — টমাস অ্যাকুইনাস, যুক্তি ও পঞ্চ প্রমাণ

630 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১০: *কার্লো ক্রিভেলির সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১৪৭৬), খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব ও অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদ সমন্বয়ের মহান স্কলাস্টিক পণ্ডিত।*

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে এক প্রচণ্ড বৌদ্ধিক ভূকম্পন অনুভূত হলো। ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের আরবি ব্যাখ্যার হাত ধরে প্রাচীন অ্যারিস্টটলের হারিয়ে যাওয়া সুবিশাল গ্রন্থসমগ্র যখন ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত প্যারিস, বলোনিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আছড়ে পড়ল, তখন চার্চের ধর্মতাত্ত্বিকরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অ্যারিস্টটল ছিলেন পৌত্তলিক দার্শনিক, যিনি দাবি করেছিলেন মহাবিশ্ব জন্মহীন ও শাশ্বত, এবং মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের আত্মা বিলীন হয়ে যায়। পোপের নির্দেশে তাঁর গ্রন্থ পাঠ নিষিদ্ধ করা হলো। কিন্তু প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশালদেহী, নীরব স্বভাবের ডোমিনিকান সন্ন্যাসী — সহপাঠীরা যাঁকে আদর করে ডাকত “বোবা ষাঁড়” — ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃসাহসিক দার্শনিক সমন্বয়ে ব্রতী হলেন: তিনি সন্ত **টমাস অ্যাকুইনাস** (১২২৫–১২৭৪), এবং তাঁর দর্শন পরিচিত হলো **স্কলাস্টিক সংশ্লেষ** হিসেবে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

যুক্তি বিশ্বাসকে ধ্বংস করে না, পূর্ণতা দান করে

অ্যাকুইনাস সেই সংকীর্ণ অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন যা মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শয়তানের প্ররোচনা বলে মনে করত। তাঁর কালজয়ী দুই মহাকাব্যিক গ্রন্থ *সুমা থিওলজিয়ে* এবং *সুমা কন্ত্রা জেন্তিলেস*-এ তিনি ঘোষণা করলেন: *"ঈশ্বরের কৃপা মানব প্রকৃতি ও যুক্তিকে ধ্বংস করে না, বরং তাকে পরম পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়।"* সৃষ্টিকর্তা মানুষকে যে বিচারবুদ্ধি দান করেছেন, তা কোনো পাপ নয়; যুক্তি হলো এই বাস্তব প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম ও সত্য আবিষ্কারের এক বৈধ ও নির্ভরযোগ্য ঐশ্বরিক উপহার।

> *"যার বিশ্বাস আছে, তার কাছে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; আর যার বিশ্বাস নেই, তাকে কোনো ব্যাখ্যার দ্বারাই বোঝানো সম্ভব নয়... তবুও মানুষের ভেতরের বিচারবুদ্ধি হলো প্রকৃতির বুকে ঈশ্বরের উপস্থিতিরই সমতুল্য।" — সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস*

অ্যাকুইনাস জ্ঞানচর্চাকে দুটি সুষম ধারায় বিন্যস্ত করলেন: **প্রাকৃতিক যুক্তি** (যার মাধ্যমে দর্শন, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র আবিষ্কার করা সম্ভব) এবং **ঐশী প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ** (যার মাধ্যমে ত্রিত্ববাদ ও পারলৌকিক মুক্তির জ্ঞান অর্জিত হয়)। যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতি ও ঐশীবাণী উভয়েরই রচয়িতা, তাই খাঁটি দর্শন এবং খাঁটি বিশ্বাসের মধ্যে কখনো প্রকৃত দ্বন্দ্ব হতে পারে না। যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে হয় যুক্তিতে কোনো ভুল হয়েছে, নয়তো শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পঞ্চ প্রমাণ (কুইনকুয়ে ভিএ)

অ্যাকুইনাস কোনো কাল্পনিক বিমূর্ত তত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব পৃথিবীর দৃশ্যমান সত্য থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য পাঁচটি যৌক্তিক পথ তৈরি করেছিলেন:

1. **গতির প্রমাণ:** যা কিছু গতিশীল, তা অন্য কিছুর ধাক্কায় চলে; একই মুহূর্তে এমন অসীম গতির পেছনের কারণ থাকা অসম্ভব; অতএব এক *স্থির আদি চালক* থাকা আবশ্যক।
2. **কার্যকরী কারণের প্রমাণ:** কোনো বস্তুই নিজের জন্মের কারণ নিজে হতে পারে না; বর্তমানে কার্যকর থাকা কারণগুলোর কোনো অসীম শূন্যতা হতে পারে না; অতএব এক *অকারণ আদি কারণ* বিদ্যমান।
3. **শর্তাধীনতার প্রমাণ:** পার্থিব সব বস্তুর ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সবকিছুই যদি নশ্বর হতো, তবে অনন্ত অতীতে এমন এক মুহূর্ত আসত যখন কিছুই অবশিষ্ট থাকত না; অতএব এক *চিরন্তন পরম সত্তা* অপরিহার্য।
4. **পূর্ণতার মাত্রার প্রমাণ:** জগতের ভালো, সত্য ও মহত্ত্বের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য আছে; এই তারতম্য প্রমাণ করে যে সবকিছুর ওপরে এক *পরম পূর্ণতার আদর্শ* রয়েছে।
5. **উদ্দেশ্যবাদী নকশার প্রমাণ:** জড়প্রকৃতির অচেতন উপাদানগুলোও এক চমৎকার শৃঙ্খলায় নিয়মের পথে চলে; কোনো বুদ্ধিমান চালক ছাড়া অচেতন বস্তুর উদ্দেশ্য পূরণ অসম্ভব; অতএব এক *মহাজাগতিক স্থপতি* বিদ্যমান।

বিশুদ্ধ পরম বাস্তবতা (অ্যাকটাস পিউরাস)

ইবনে সিনার সারসত্তা ও অস্তিত্বের তত্ত্ব গ্রহণ করে অ্যাকুইনাস ঈশ্বরের অনন্য পরিচয় তুলে ধরলেন। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ধারণা ও তার বাস্তব অস্তিত্ব আলাদা; কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রে **সারসত্তা এবং অস্তিত্ব এক ও অভিন্ন**। ঈশ্বর কোনো বস্তুর নাম নন যিনি অস্তিত্বশীলদের তালিকায় একটি সংখ্যা হিসেবে আছেন; ঈশ্বর হলেন স্বয়ং অস্তিত্বের পরম রূপ — *Ipsum Esse Subsistens* (স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সত্তা)।

দার্শনিকের নীরবতা

১২৭৩ সালের ৬ ডিসেম্বর নেপলসের এক ছোট্ট প্রার্থনালয়ে প্রার্থনা করার সময় টমাস অ্যাকুইনাস এক গভীর আধ্যাত্মিক দর্শনের মুখোমুখি হন। প্রার্থনা শেষ করে তিনি টেবিলের ওপর তাঁর কলমটি নামিয়ে রাখেন এবং *সুমা থিওলজিয়ে*-র অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে দেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী ফাদার রেজিনাল্ড যখন তাঁকে অসমাপ্ত গ্রন্থ শেষ করার জন্য অনুরোধ করলেন, অ্যাকুইনাস ধীর কণ্ঠে বললেন: *“রেজিনাল্ড, আমি আর একটি শব্দও লিখতে পারব না। আমি এমন সত্যের দর্শন পেয়েছি, যার তুলনায় আমার এতদিনের লেখা সমস্ত দর্শন নিছক খড়কুটোর মতো মূল্যহীন মনে হচ্ছে।”* মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কলম থামিয়ে দিলেন — স্বীকার করলেন যে পরম সত্তার গভীরতা মানুষের সকল যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের ভাষার অতীত।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "স্কলাস্টিক সংশ্লেষ — টমাস অ্যাকুইনাস, যুক্তি ও পঞ্চ প্রমাণ"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১০।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-10-scholastic-synthesis-thomas-aquinas-five-ways-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

সংশয়ের ধনুক — রেনে দেকার্ত, কজিটো ও মন-দেহের দ্বৈতবাদ

সংশয়ের ধনুক — রেনে দেকার্ত, কজিটো ও মন-দেহের দ্বৈতবাদ

670 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১১: *ফ্রান্স হালসের রেনে দেকার্তের প্রতিকৃতি (১৬৪৯), আধুনিক যুক্তিবাদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংশয়পদ্ধতির স্থপতি।*

১৬১৯ সালের হাড়কাঁপানো এক শীতের রাতে বাভারিয়ার সামরিক ছাউনিতে তেইশ বছর বয়সী এক ফরাসি সৈনিক ও গণিতবিদ নিজেকে একটি অগ্নিকুণ্ড-উত্তপ্ত ছোট কামরায় আটকে রাখলেন। তাঁর নাম রেনে দেকার্ত। কামরার বাইরে সমগ্র ইউরোপ তখন ত্রিশ বছরের রক্তাক্ত ধর্মীয় যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত; আর বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর দূরবীন ও কোপার্নিকাসের মহাবিশ্ব তত্ত্ব প্রাচীন অ্যারিস্টটলীয় ধর্মীয় বিশ্বাসকে চুরমার করে দিয়েছে। পৃথিবী যদি সূর্যের চারপাশে ঘোরে, আর প্রাচীন স্কলাস্টিক পণ্ডিতরা যদি সহস্রাব্দ ধরে মহাবিশ্বের নিয়ম সম্পর্কে চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকেন — তবে মানুষ কীভাবে কোনো কিছুকে চূড়ান্ত ও সংশয়হীনভাবে সত্য বলে দাবি করতে পারে? দেকার্ত সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর মনের সমস্ত অর্জিত বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে খাঁটি যুক্তির ওপর বিজ্ঞানের এক দুর্ভেদ্য ভিত্তি স্থাপন করবেন।

চরম পদ্ধতিগত সংশয়বাদ (মেথডলজিক্যাল ডাউট)

১৬৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *মেডিটেশনস অন ফার্স্ট ফিলোসফি*-তে দেকার্ত এক বিস্ময়কর বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র প্রয়োগ করলেন — যা **পদ্ধতিগত সংশয়বাদ** নামে পরিচিত। তিনি কোনো নৈরাশ্যবাদী সংশয়বাদী ছিলেন না; বরং সংশয়কে তিনি ব্যবহার করেছিলেন এক শক্তিশালী এসিডের মতো, যা সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকা বিশ্বাসকেও গলিয়ে নিঃশেষ করে দেবে:

1. **ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবিশ্বস্ততা:** আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতারিত করে (পানিতে ডোবানো সোজা লাঠিকে বাঁকা দেখায়, দূর থেকে বর্গাকার মিনারের কোণকে গোল দেখায়)। প্রজ্ঞার শিক্ষা হলো: যে একবার প্রতারণা করেছে, তাকে আর কখনো অন্ধের মতো বিশ্বাস করবে না।
2. **স্বপ্নের যুক্তি:** জাগ্রত বাস্তবতা আর জীবন্ত স্বপ্নের মধ্যে এমন কোনো অকাট্য তফাত নেই যা দিয়ে শতভাগ প্রমাণ করা যায় যে আমরা এই মুহূর্তে জেগে আছি। হতে পারে আমরা এখন বিছানায় ঘুমিয়ে এই বাক্যগুলো পড়ার স্বপ্ন দেখছি!
3. **সর্বশক্তিমান মায়াবী শয়তান (জিনিয়াস ম্যালিগনাস):** দেকার্ত সংশয়কে তার চরমতম শিখরে নিয়ে গেলেন: ধরা যাক কোনো পরম করুণাময় ঈশ্বর নয়, বরং এক অসীম ক্ষমতাবান ও ধূর্ত অপশক্তি দিনরাত আমাকে প্রতারিত করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে — ফলে ২ + ২ = ৫ বলে যা আমি ভাবি, অথবা এই দৃশ্যমান জগত, মাটি ও আকাশ — সবই সেই শয়তানের এক অলীক মায়ামাত্র!

> *“ধরা যাক পরম করুণাময় ঈশ্বর নন, বরং এক চরম ধূর্ত ও পরাক্রমশালী শয়তান আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে।” — রেনে দেকার্ত*

আর্কিমিডিসের সেই অটল বিন্দু: কজিটো, এরগো সাম

দ্বিতীয় মেডিটেশনের সেই গভীরতম অন্ধকারে, যখন সমগ্র পৃথিবী, শরীর ও গাণিতিক সত্য সেই ধূর্ত শয়তানের মায়ায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, ঠিক তখনই দেকার্ত আবিষ্কার করলেন দর্শনের সেই অটল ভিত্তিপ্রস্তর। সেই সর্বশক্তিমান শয়তান যদি দিনরাত আমাকে মিথ্যা দিয়ে প্রতারিতও করে, তবে আমাকে প্রতারিত করার জন্যই আমার অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য! সন্দেহ করা মানেই চিন্তা করা; প্রতারিত হওয়া মানেই চিন্তা করা; আর চিন্তা কখনো চিন্তাহীন শূন্যতায় ঘটতে পারে না:

“কজিটো, এরগো সাম” (Cogito, ergo sum) — আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।

এই বিখ্যাত **কজিটো** কোনো অনুমানের সিদ্ধান্ত নয়; এটি মানুষের চেতনার এক তাৎক্ষণিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যেদিন মানুষ এই সত্য উচ্চারণ করে, সেই মুহূর্তেই তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। এই একক সত্যের ওপর ভর করেই দেকার্ত আধুনিক দর্শনে ব্যক্তিসত্তার স্বাধিকার ও যুক্তির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দেকার্তের মন-দেহের চরম দ্বৈতবাদ (কার্টেসিয়ান ডুয়ালিজম)

নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার পর দেকার্ত সমগ্র বিশ্ববাস্তবতাকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অমিশ্র পদার্থে বিভক্ত করলেন:

বৈশিষ্ট্য	রেস কজিটানস (চেতনাময় মন)	রেস এক্সটেনসা (স্থানব্যাপ্ত জড়বস্তু)
মূল প্রকৃতি	চিন্তা, ইচ্ছা, সন্দেহ, আত্মসচেতনতা	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাযুক্ত স্থান দখল
বিভাজ্যতা	অবিভাজ্য, অখণ্ড এবং স্থানহীন আত্মা	গাণিতিকভাবে অসীম বিভাজ্য বস্তু
কার্যকারণ	স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক স্বায়ত্তশাসন	ঘড়ির কাঁটার মতো যান্ত্রিক অন্ধ কার্যকারণ
জগতের অংশ	মানুষের আত্মা (মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে যুক্ত)	পার্থিব বস্তু, প্রাণীকুল এবং মহাবিশ্বের ঘড়ি

Shakil Mahmud • Research Monograph

যান্ত্রিক মহাবিশ্ব ও শরীরের ভেতর আত্মার ভূত

দেকার্তের এই *রেস কজিটানস* এবং *রেস এক্সটেনসা*-র বিভাজন বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটিয়েছিল। সমগ্র জড়বিশ্বকে অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত বস্তু হিসেবে ঘোষণা করে তিনি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে প্রাচীন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করলেন। পশুদেহ ও মানবশরীর পরিণত হলো এমন এক জৈবিক ঘড়িতে, যা ব্যবচ্ছেদ ও গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব।

কিন্তু এই যুগান্তকারী সমাধান আধুনিক দর্শনের বুকে জন্ম দিল এক চিরন্তন রহস্য — **মন-দেহ সমস্যা** (Mind-Body Problem): যদি মানুষের আত্মা কোনো স্থান দখল না করে এবং সম্পূর্ণ অবস্তুগত হয়, আর মানব মস্তিষ্ক যদি বিশুদ্ধ বস্তুগত এক যান্ত্রিক কলকব্জা হয়, তবে এদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে কীভাবে? কীভাবে একটি মানসিক চিন্তা শরীরের পেশিকে নাড়া দেয়, আর পায়ে একটি লোহার পেরেক ফুটলে চেতনায় তীব্র ব্যথার জন্ম হয়? মনের নিশ্চয়তা খুঁজতে গিয়ে দেকার্ত যেন যন্ত্রের ভেতর এক অদৃশ্য ভূতকে বন্দি করে রেখে গেলেন।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সংশয়ের ধনুক — রেনে দেকার্ত, কজিটো ও মন-দেহের দ্বৈতবাদ"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১১।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-11-arch-doubt-descartes-cogito-dualism-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

জ্যামিতিক পরম — বারুখ স্পিনোজা, সার্বিক একত্ববাদ ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি

জ্যামিতিক পরম — বারুখ স্পিনোজা, সার্বিক একত্ববাদ ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি

641 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১২: *বারুখ স্পিনোজা (১৬৬৫), নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা, পরম পদার্থ একত্ববাদ ও সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের রূপকার।*

১৬৫৬ সালের ২৭ জুলাই আমস্টারডামের পর্তুগিজ ইহুদি সমাজ মন্দিরে সমবেত হয়ে তেইশ বছর বয়সী তরুণ পণ্ডিত বারুখ স্পিনোজার বিরুদ্ধে ইতিহাসের অন্যতম কঠোর বহিষ্কারাদেশ (হেরেমে) পাঠ করল। ধর্মগ্রন্থের সমস্ত অভিশাপ তাঁর ওপর বর্ষণ করা হলো: জাতির সমাজ থেকে তাঁকে চিরতরে বিতাড়িত করা হলো, পরিবারের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ হলো এবং তাঁকে এক অচ্ছুৎ ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হলো। স্পিনোজা তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন বেনেডিক্টাস (ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ “আশীর্বাদপ্রাপ্ত”)। তিনি নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় অধ্যাপকের পদ ফিরিয়ে দিলেন এবং দূরবীন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অপটিক্যাল কাঁচ বা লেন্স ঘষে অত্যন্ত সাদাসিধে দারিদ্র্যে জীবন কাটালেন। সেই কাঁচের বিষাক্ত গুঁড়ো ফুসফুসে টেনে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার আগে তিনি রচনা করলেন যুক্তিবাদী দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক মহাকাব্য: *এথিক্স (জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নীতিশাস্ত্র)*।

Shakil Mahmud • Research Monograph

সার্বিক একত্ববাদ: দেউস সিভে নাতুরা

দেকার্তের দ্বৈতবাদের ভেতরের মারাত্মক দুর্বলতাটি স্পিনোজা এক পলকেই ধরে ফেলেছিলেন: মন এবং জড়বস্তু যদি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা পদার্থ হয়, তবে তাদের মধ্যে কোনো দিনই সংযোগ ঘটা সম্ভব নয়। দেকার্ত মূলত পদার্থের নিজের সংজ্ঞাকেই লঙ্ঘন করেছিলেন — যেখানে পদার্থ হলো এমন এক সত্তা যা টিকে থাকার জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়। স্পিনোজা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির নির্ভুল যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন: সংজ্ঞাগতভাবেই পরম সত্তা বা পদার্থকে হতে হবে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অসীম। যদি মহাবিশ্বে দুটি আলাদা পদার্থ থাকত, তবে একটি অন্যটির সীমানা নির্ধারণ করে দিত — ফলে তাদের কেউই আর অসীম থাকত না। অতএব সমগ্র মহাবিশ্বে কেবল **একটিমাত্র অসীম পদার্থ** বিদ্যমান:

“দেউস সিভে নাতুরা” (Deus sive Natura) — ঈশ্বর বা প্রকৃতি।

ঈশ্বর এবং প্রকৃতি মূলত এক ও অভিন্ন। ঈশ্বর কোনো সিংহাসনে বসে থাকা রাজা নন যিনি শূন্য থেকে বিশ্ব সৃষ্টি করে হঠাৎ হঠাৎ অলৌকিক হস্তক্ষেপ করেন। ঈশ্বর স্বয়ং সমগ্র মহাবিশ্ব — অস্তিত্বের শাশ্বত, অসীম ও আত্মসৃষ্ট রূপ (*কজা সুই*)। প্রকৃতি যখন স্বয়ং সৃষ্টির ক্রিয়াশীল রূপ, তখন তা *নাতুরা নাতুরানস*; আর প্রকৃতি যখন দৃশ্যমান সৃষ্টি ও প্রভাবের সমষ্টি, তখন তা *নাতুরা নাতুরাতা*।

স্পিনোজার একত্ববাদের ত্রয়ী রূপরেখা

- **পরম পদার্থ (ঈশ্বর / প্রকৃতি):** অখণ্ড, অসীম বাস্তবতা যা নিজের মাধ্যমেই বিদ্যমান এবং নিজের সত্তার মাধ্যমেই যার বোধদয় ঘটে।
- **গুণাবলি (অ্যাট্রিবিউটস):** ঈশ্বরের অসীম সংখ্যক গুণ আছে, কিন্তু মানুষ কেবল দুটি উপলব্ধি করতে পারে: **চেতনা বা চিন্তা** (মন) এবং **স্থানব্যাপ্তি** (জড়বস্তু)।
- **রূপরীতি (মোডস):** সেই অসীম পদার্থের মহাসাগরের বুকে ক্ষণিকের ঢেউ। প্রতিটি মানুষের শরীর হলো স্থানব্যাপ্তির একটি রূপ, আর প্রতিটি মানুষের মন হলো চিন্তার একটি রূপ।

মন-দেহের সমান্তরালবাদ (প্যারালেলিজম)

স্পিনোজা অতি সহজে দেকার্তের সেই মন-দেহের জটিল ধাঁধাকে সমাধান করলেন তাঁর **মনোশারীরিক সমান্তরালবাদ**-এর মাধ্যমে। মন এবং শরীর কোনো দুটি আলাদা সত্তা নয় যা মস্তিষ্কে কুস্তি লড়ছে; তারা মূলত *একই পরম বাস্তবতার দুটি ভিন্ন দিক*। মন হলো শরীরের ভেতরের সচেতন অভিজ্ঞতা; আর শরীর হলো মনের বাইরের বাস্তব প্রকাশ।

> *“ধারণাগুলোর যে কার্যকারণ শৃঙ্খলা, বাস্তব জগতের ঘটনাগুলোর কার্যকারণ শৃঙ্খলাও ঠিক হুবহু একই।” — বারুখ স্পিনোজা, এথিক্স*

আপনি যখন প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করেন, মনের সেই ক্রোধের মানসিক অবস্থার সমান্তরালে শরীরে রক্তচাপ ও অ্যাড্রেনালিনের বৃদ্ধি ঘটে। এদের মধ্যে কোনো রহস্যময় সেতু পারাপার হতে হয় না; কারণ একই পরম সত্তা যুগপৎভাবে মন ও শরীরের পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

ভাগ্য, স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেম

স্পিনোজার মহাবিশ্ব গাণিতিক শৃঙ্খলার কঠোর নিয়মে বাঁধা। প্রতিটি চিন্তা, ঘটনা ও ইচ্ছা পেছনের কারণ দ্বারা পূর্বনির্ধারিত; ইচ্ছার তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা মূলত পেছনের কারণ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার এক শিশুতোষ বিভ্রান্তি। বাতাসে নিক্ষিপ্ত একটি পাথরের যদি চেতনা থাকত, তবে সেও ভাবত যে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই উড়ে চলেছে!

তবুও স্পিনোজা কোনো হতাশার কথা বলেননি। তাঁর মতে প্রকৃত স্বাধীনতা মানে অন্ধ স্বেচ্ছাচারিতা নয়; স্বাধীনতা হলো মহাবিশ্বের অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়মকে বুঝতে পারা। যতদিন আমরা ঈর্ষা, ভয়, লোভ ও অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের অধীন থাকি, ততদিন আমরা বাহ্যিক শক্তির ক্রীড়ানক দাস। কিন্তু যখন আমরা প্রজ্ঞার চোখে জগতকে **অনন্তের প্রেক্ষাপটে** (*Sub specie aeternitatis*) দেখতে শিখি, তখন আমাদের মন এক অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে।

এই পরম প্রজ্ঞাই হলো **আমোর দেই ইন্টেলেকচুয়ালিস** (ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেম): প্রকৃতির মহাজাগতিক গাণিতিক ঐকতানকে গভীরভাবে ভালোবেসে তার সাথে নিজের অহংকে বিলীন করে দেওয়া। বহু শতাব্দী পর আলবার্ট আইনস্টাইন এই সত্য স্বীকার করে লিখেছিলেন: *“আমি বিশ্বাস করি স্পিনোজার সেই ঈশ্বরে, যিনি মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল ঐকতানের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন; কোনো মানুষের ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্যের বিচারক ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।”*

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "জ্যামিতিক পরম — বারুখ স্পিনোজা, সার্বিক একত্ববাদ ও ঈশ্বর বা প্রকৃতি"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১২।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-12-geometric-absolute-spinoza-monism-deus-sive-natura-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

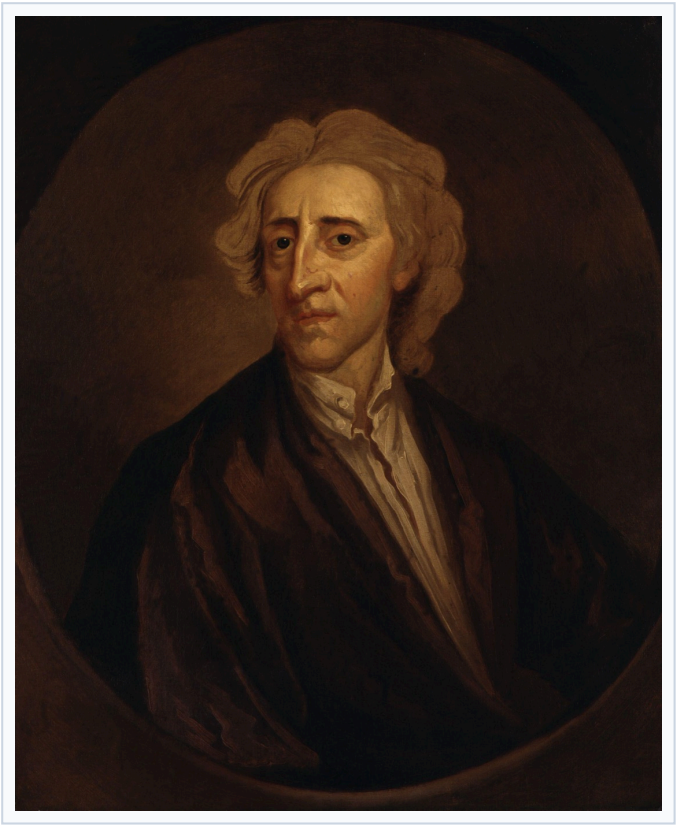
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

তাবুলা রাসা ও মোনাড — জন লক, গটফ্রিড লাইবনিজ ও মানব চেতনার বিতর্ক

তাবুলা রাসা ও মোনাড — জন লক, গটফ্রিড লাইবনিজ ও মানব চেতনার বিতর্ক

550 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৩: *স্যার গডফ্রে নেলারের জন লক (১৬৯৭), ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদ ও মানব মনের তাবুলা রাসা রূপরেখার জনক।*

সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি ও আলোকিত যুগের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় দর্শনের যুদ্ধক্ষেত্র মহাবিশ্বের আধিভৌতিক তত্ত্ব থেকে মানুষের মনের ভেতরের জটিল প্রক্রিয়ার দিকে মোড় নিল। ইংল্যান্ডে চিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী এবং রয়্যাল সোসাইটির ফেলো জন লক ১৬৮৯ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *অ্যান এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং* — যা জন্ম দিল **ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের**। অন্যদিকে মহাদেশীয় ইউরোপে গণিতের ক্যালকুলাস আবিষ্কারক ও বহুবিদ্যাবিশারদ গটফ্রিড ভিলহেল্ম লাইবনিজ **মহাদেশীয় যুক্তিবাদ**-এর পক্ষে এক ঐতিহাসিক পাল্টা জবাব প্রস্তুত করলেন: *মানব মন কি কেবল বাইরের জগতের ছাপ নেওয়ার এক অলিখিত সাদা কাগজ, নাকি মানুষের চেতনায় জন্মগতভাবেই চিন্তার মৌলিক নকশা আঁকা থাকে?*

জন লক এবং মনের সাদা কাগজ (তাবুলা রাসা)

দেকার্তের সেই 'জন্মগত ধারণা' (Innate Ideas) তত্ত্বের ওপর জন লক এক তীব্র আঘাত হানলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন: যদি গণিতের মৌলিক নিয়ম বা ঈশ্বরের ধারণা জন্মগতভাবেই মানুষের আত্মায় খোদাই করা থাকত, তবে ছোট শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা আদিম সমাজের মানুষেরা কেন সেই সত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ? লক ঘোষণা করলেন যে মানুষের চেতনা জন্মলগ্নে থাকে একটি ফাঁকা মোমের স্লেট বা **তাবুলা রাসা** (একটি সম্পূর্ণ সাদা, অলিখিত কাগজের খাতা):

> *"ধরা যাক আমাদের মন হলো এক সাদা কাগজ, যার ওপর কোনো বর্ণ লেখা নেই, কোনো ধারণা নেই। তবে এই মন জ্ঞান অর্জন করে কীভাবে?... আমি এক শব্দে এর উত্তর দেব: কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।" — জন লক*

লকের মতে, মানুষের সমস্ত জ্ঞানের কাঁচামাল আসে দুটি অভিজ্ঞতার ঝরনাধারা থেকে: **বাহ্যিক সংবেদন** (চোখ, কান ও ত্বকের মাধ্যমে বাইরের জগতের ইন্দ্রিয়ানুভূতি) এবং **অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন** (নিজের মনের ভেতরের চিন্তা, ইচ্ছা, ভয় ও সন্দেহের সচেতন পর্যবেক্ষণ)। এই সহজ ধারণাগুলোকে মন যুক্ত করে জটিল ভাবনার রূপ দেয়।

লকের বস্তুর গুণের দ্বৈত বিভাজন

- **মুখ্য গুণাবলি (Primary Qualities):** যা পর্যবেক্ষক থাকুক বা না থাকুক, বস্তুটির নিজের ভেতরেই থাকে (আকার, আয়তন, গতি, জড়তা, সংখ্যা)। এই গুণগুলো মানুষের মনে বস্তুর আসল রূপের সত্য প্রতিফলন ঘটায়।
- **গৌণ গুণাবলি (Secondary Qualities):** যা বস্তুর নিজের মধ্যে থাকে না, বরং বস্তুর পরমাণুর আঘাতের ফলে মানুষের মস্তিষ্কে অনুভূত হয় (রং, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ)। মধুর ভেতরে কোনো 'মিষ্টি' থাকে না; মিষ্টি হলো মানুষের জিহ্বার স্নায়ুর এক ব্যক্তিগত সংবেদন।

লাইবনিজের মার্বেল পাথর: যুক্তিবাদের চতুর জবাব

লাইবনিজ লকের বইটি পড়ে রোমাঞ্চিত হলেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের জবাব দিয়ে লিখলেন *নিউ এসেজ অন হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং*। অভিজ্ঞতাবাদীদের সেই বিখ্যাত বাক্য — *"ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাইরে মনের মধ্যে আর কিছুই আগে থেকে থাকে না"* — এর জবাবে লাইবনিজ এক অমর তীক্ষ্ণ বাক্য উচ্চারণ করলেন:

"নিসি ইনটেলেকটুস ইপসে" (Nisi intellectus ipse) — কেবল মন স্বয়ং ব্যতীত!

লাইবনিজ বললেন, মানুষের মন কোনো সাদা নিরেট মোম নয়। মন হলো শিরা-উপশিরাযুক্ত এক মার্বেল পাথর, যার ভেতরের খাঁজগুলোর মধ্যেই হারকিউলিসের মূর্তির অবয়ব আগে থেকেই লুকিয়ে থাকে। বাইরের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আঘাত মূলত ভাস্করের হাতুড়ির মতো কাজ করে — যা পাথরের ভেতরের সেই সুপ্ত গাণিতিক ও যৌক্তিক প্রতিভাকে জাগ্রত করে তোলে।

মোনাডোলজি: মহাবিশ্বের প্রতিবিম্ব

১৭১৪ সালে রচিত তাঁর বিখ্যাত *মোনাডোলজি* গ্রন্থে লাইবনিজ পরমাণুবাদের এক চমৎকার বিকল্প হাজির করলেন। বস্তু যেহেতু বিভাজ্য, তাই তা মৌলিক হতে পারে না। মহাবিশ্বের আসল ভিত্তি হলো অসীম সংখ্যক অবস্তুগত, চিরন্তন এবং চেতনাময় শক্তির কণা — যার নাম **মোনাড**। মোনাডগুলোর কোনো "জানালা নেই" যার ভেতর দিয়ে কিছু ঢুকতে বা বের হতে পারে; প্রতিটি মোনাড নিজস্ব অবস্থান থেকে সমগ্র মহাবিশ্বকে নিজের ভেতরে প্রতিফলিত করে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

তবে মোনাডগুলোর মধ্যে এই নিখুঁত সমন্বয় ঘটে কীভাবে? লাইবনিজ প্রস্তাব করলেন **পূর্বনির্ধারিত ঐকতান** (Pre-Established Harmony): দক্ষ ঘড়ি-নির্মাতা যেমন দুটি আলাদা ঘড়ির কাঁটাকে এমনভাবে মিলিয়ে দেন যাতে তারা আজীবন একসাথে বাজে, সৃষ্টিকর্তাও বিশ্বজগতকে এমন এক পরম গাণিতিক সামঞ্জস্যে সাজিয়ে দিয়েছেন যে প্রতিটি মন ও দেহের কার্যকারণ নিখুঁতভাবে মিলে যায়। তাঁর ভাষায়, এই মহাবিশ্ব হলো *সম্ভাব্য সকল বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম বিশ্ব*।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "তাবুলা রাসা ও মোনাড — জন লক, গটফ্রিড লাইবনিজ ও মানব চেতনার বিতর্ক"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৩।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-13-tabula-rasa-monad-locke-leibniz-empiricism-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

সংশয়বাদের অগ্নিপরীক্ষা — ডেভিড হিউম, আরোহণের সংকট ও অহংবোধের বিলয়

সংশয়বাদের অগ্নিপরীক্ষা — ডেভিড হিউম, আরোহণের সংকট ও অহংবোধের বিলয়

707 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৪: *অ্যালান রামসের ডেভিড হিউম (১৭৬৬), স্কটিশ আলোকিত যুগের সংশয়বাদী দার্শনিক যিনি কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতার ওপর প্রশ্ন তোলেন।*

আঠারো শতকের স্কটিশ আলোকিত যুগে এডিনবার্গের কফিহাউস ও আড্ডায় এক স্থূলকায়, অত্যন্ত অমায়িক ও রসিক স্বভাবের ভদ্রলোক বসে পশ্চিমা দর্শনের আড়াই হাজার বছরের অহংকারকে চুরমার করে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ডেভিড হিউম (১৭১১–১৭৭৬)। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকরা দাবি করে আসছিলেন যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব এবং প্রকৃতির ভৌত সূত্রের চিরন্তন নিশ্চয়তা প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু ১৭৩৯ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *এ ট্রিটিজ অব হিউম্যান নেচার*-এ হিউম সমস্ত অধিবিদ্যার সামনে এক নির্মম মানদণ্ড তুলে ধরলেন: *যেকোনো ধারণার পেছনে কি কোনো বাস্তব ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্পষ্ট প্রমাণ আছে? যদি কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে সেই গ্রন্থকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো; কারণ তার ভেতরে চাতুর্য আর অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নেই।*

Shakil Mahmud • Research Monograph

হিউমের দ্বিমুখী অস্ত্র (হিউম্স ফর্ক)

হিউম মানুষের সমস্ত চিন্তা ও ধারণাকে দুটি সুনির্দিষ্ট সীমানায় বিভক্ত করলেন — যা দর্শনের ইতিহাসে **হিউমের কাঁটা** (Hume's Fork) নামে পরিচিত:

1. **ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক (Relations of Ideas):** যা কেবল বিশুদ্ধ চিন্তা ও গণিতের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় (যেমন: ইউক্লিডের জ্যামিতি বা বীজগণিত; $৩ \times ৫ = ১৫$)। এই সত্যগুলো স্বতঃসিদ্ধ এবং এদের অস্বীকার করলে তাৎক্ষণিক যৌক্তিক অসঙ্গতি তৈরি হয়। কিন্তু এই সত্যগুলো বাস্তব জগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোনো বাস্তব তথ্য দেয় না।
2. **বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত সত্য (Matters of Fact):** যা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল (যেমন: *আগামীকাল সকালে পূর্ব আকাশে সূর্য উঠবে*)। যেকোনো বাস্তব ঘটনার বিপরীত ঘটনা কল্পনা করা শতভাগ যৌক্তিক; কাল সকালে সূর্য নাও উঠতে পারে — এতে কোনো গাণিতিক অসংলগ্নতা তৈরি হয় না। অতএব, বাস্তব জগতের কোনো বিষয়কে খাঁটি যুক্তি দিয়ে আগাম প্রমাণ করা যায় না।

> *"যুক্তি হলো এবং চিরকাল থাকবে মানবিক আবেগের দাস; আবেগের সেবা করা ও তার আদেশ পালন করা ছাড়া যুক্তির আর কোনো স্বাধীন অধিকার নেই।" — ডেভিড হিউম*

যুক্তির কেলেঙ্কারি: আরোহণের সংকট (Problem of Induction)

বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিই কীভাবে? আমরা পুরোপুরি নির্ভর করি **কার্যকারণ সম্পর্কের** ওপর। একটি বিলিয়ার্ড বল গিয়ে যখন আরেকটি বলকে আঘাত করে, তখন আমরা বলি প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটির গতির *কারণ*। কিন্তু হিউম প্রশ্ন করলেন: আমরা বাস্তবে আসলে কী দেখতে পাই?

আমরা দেখি প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটিকে স্পর্শ করল এবং তারপর দ্বিতীয় বলটি চলতে শুরু করল — যাকে বলা হয় দুটি ঘটনার **অবিরাম সহাবস্থান** (Constant Conjunction)। কিন্তু তাদের ভেতরের কোনো অদৃশ্য "অনিবার্য শক্তি" বা কার্যকারণ বন্ধনকে কি আমরা কখনো চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি বা স্পর্শ করেছি? কখনোই না!

আরোহী যুক্তির চোরাবালি

আমরা বিশ্বাস করি কাল সকালে সূর্য উঠবে, কারণ মানব ইতিহাসের প্রতিটা দিন সকালে সূর্য উঠেছে। কিন্তু অতীত যেমন হয়েছে, ভবিষ্যৎও ঠিক তেমনই হবে — এই বিশ্বাসের যুক্তি কী? কারণ অতীতে অতীত সবসময় ভবিষ্যতের মতোই হয়েছে!

হিউম দেখালেন এই যুক্তিটি এক চরম আত্মঘাতী ও বৃত্তাকার যুক্তি (Circular Fallacy): আরোহী যুক্তিকে প্রমাণ করার জন্য মানুষ পুনরায় সেই আরোহী যুক্তিরই সাহায্য নিচ্ছে! কার্যকারণ কোনো প্রকৃতির অমোঘ বিধান নয়; এটি বারবার ঘটনা দেখার ফলে মানুষের মনের ভেতরে তৈরি হওয়া এক **অভ্যাস বা সংস্কার** (Custom)। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান কোনো অটল গাণিতিক নিশ্চয়তার ওপর দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে মানুষের এক জৈবিক বিশ্বাসের ওপর।

আত্মার বিনাশ: ক্ষণিক অনুভূতির পুঞ্জ

কার্যকারণ ধ্বংস করার পর হিউম তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের ছুরি চালালেন মানুষের সবচেয়ে পবিত্র বিশ্বাসের ওপর: দেকার্তের সেই শাশ্বত 'অহং' বা আত্মার ওপর। দেকার্ত বলেছিলেন "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"। হিউম পাঠকদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন নিজের মনের ভেতরে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখতে:

> *“আমি যখনই আমার অন্তরে প্রবেশ করে সেই ‘আমি’-কে খুঁজতে যাই, আমি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই পাই না — কখনো শীত বা গরম, কখনো আলো বা অন্ধকার, কখনো প্রেম বা ঘৃণা, কখনো সুখ বা দুঃখ। ইন্দ্রিয়ানুভূতিহীন কোনো একক ‘আমি’-কে আমি কখনো খুঁজে পাই না।” — ডেভিড হিউম*

হিউমের সিদ্ধান্ত ছিল অকাট্য: মানুষের ‘আত্মা’ বলে কোনো স্থায়ী, অবিভাজ্য সত্তা নেই। মন হলো মূলত **ক্ষণস্থায়ী অনুভূতির এক চলমান পুঞ্জ** (Bundle Theory), যা চেতনার এক ফাঁকা মঞ্চে মুহূর্তের জন্য এসে আবার মিলিয়ে যায়। যখন অনুভূতি থাকে না (যেমন স্বপ্নহীন ঘুমে বা মৃত্যুর পর), তখন অহংবোধও সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচ্যের বুদ্ধ যে সত্যে পৌঁছেছিলেন, ইউরোপের বুকে হিউম সেই একই পরম সত্য উন্মোচন করলেন।

হিউমের তরবারি: নৈতিকতার সীমানা

অবশেষে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে হিউম আরেকটি ঐতিহাসিক ফাঁক উন্মোচন করলেন — যা **হিউমের তরবারি** (Is-Ought Problem) নামে খ্যাত। নৈতিকতার বইগুলোতে লেখকেরা প্রথমে প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা দেন (জগতে কী *আছে* বা কী ঘটে), আর হঠাৎ কোনো প্রমাণ ছাড়াই বলে বসেন মানুষের কী করা *উচিত*। হিউম প্রমাণ করলেন কোনো বাস্তব বর্ণনামূলক তথ্য থেকে কখনো কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করা যায় না। নীতিশাস্ত্র কোনো গণিতের সমীকরণ নয়; নৈতিকতা জন্ম নেয় মানুষের ভেতরের সহানুভূতি ও সামাজিক সংবেদনের উষ্ণতা থেকে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সংশয়বাদের অগ্নিপরীক্ষা — ডেভিড হিউম, আরোহণের সংকট ও অহংবোধের বিলয়"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৪।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-14-crucible-skepticism-david-hume-induction-self-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

চিন্তার কোপার্নিকান বিপ্লব — ইমানুয়েল কান্ট ও অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতা

চিন্তার কোপার্নিকান বিপ্লব — ইমানুয়েল কান্ট ও অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতা

694 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৫: *ইমানুয়েল কান্টের প্রতিকৃতি, ক্রিটিক অফ পিওর রিজনের প্রণেতা এবং দর্শনের কোপার্নিকান বিপ্লবের স্থপতি।*

পূর্ব প্রুশিয়ার বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত কোয়েনিগসবার্গ শহরের এক ছোটখাটো গড়নের অধ্যাপক এমন এক নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করতেন যে স্থানীয় গৃহিণীরা তাঁর প্রতিদিন বিকেলের হাঁটার সময় দেখে নিজেদের ঘরের ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতেন। তিনি ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪–১৮০৪)। কিন্তু সেই দুর্বল, চিরকুমার দার্শনিকের মস্তিষ্কের ভেতরেই ঘটেছিল বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী বৌদ্ধিক বিস্ফোরণ। দীর্ঘকাল ধরে কান্ট সনাতন যুক্তিবাদী দর্শন পড়াতেন। কিন্তু যখন তিনি ডেভিড হিউমের লেখা পড়লেন, তখন তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে গেল। হিউম প্রমাণ করে দিয়েছেন বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড যে কার্যকারণ সম্পর্ক, তা যুক্তির চোখে নিছক এক মনের অভ্যাস মাত্র। কান্ট অকপটে স্বীকার করলেন: *“ডেভিড হিউমের সেই বই-ই সর্বপ্রথম আমার অন্ধ গোঁড়া তন্দ্রা ভেঙে দিয়েছিল এবং আমার গবেষণাকে সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্তে পরিচালিত করেছিল।”*

কান্টের মহাসংকট: পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষাত্মক জ্ঞান কীভাবে সম্ভব?

কান্ট দেখলেন দর্শনের দুই দলই নিজেদের এক অন্ধ গলিতে নিয়ে গেছে: যুক্তিবাদ পরিণত হয়েছে ভিত্তিহীন কাল্পনিক গোঁড়ামিতে, আর অভিজ্ঞতাবাদ পর্যবসিত হয়েছে চরম সংশয়বাদে — যা নিউটনের পদার্থবিদ্যা ও গণিতের নিশ্চয়তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিজ্ঞান, গণিত ও নৈতিকতাকে রক্ষা করার জন্য কান্ট ১৭৮১ সালে রচনা করলেন তাঁর অমর মাস্টারপিস *ক্রিটিক অব পিওর রিজন* (বিশুদ্ধ যুক্তির বিচার)।

জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস: কান্টের পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষাত্মক জ্ঞান

বিচারের ধরন	পূর্বতসিদ্ধ (অভিজ্ঞতাপূর্ব ও অনিবার্য)	পরতসাধ্য (অভিজ্ঞতালব্ধ ও শর্তাধীন)
বিশ্লেষণাত্মক (বিধেয় উদ্দেশ্যের ভেতরেই থাকে)	*সকল অবিবাহিত পুরুষই চিরকুমার।* (স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু নতুন কোনো জ্ঞান দেয় না)	যৌক্তিকভাবে অসম্ভব বিভাগ
সংশ্লেষাত্মক (বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন জ্ঞান দেয়)	**পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষাত্মক জ্ঞান:** *৭ + ৫ = ১২* *প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ থাকে।* (নতুন জ্ঞান দেয়, আবার চিরন্তনভাবে অনিবার্য!)	*হাঁসটি সাদা।* (বাস্তব অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে শর্তাধীন সত্য)

গণিতের সূত্র বা বিজ্ঞানের কার্যকারণ নিয়ম যদি নতুন তথ্যও দেয়, আবার কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সর্বজনীন সত্যও হয় — তবে এই অলৌকিক নিশ্চয়তা আসে কোথা থেকে?

জ্ঞানের কোপার্নিকান বিপ্লব

নিকোলাস কোপার্নিকাস যেমন বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীকে স্থির কেন্দ্রে রেখে নক্ষত্রের গতি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কান্টও দর্শনে ঠিক একই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করলেন:

> *"এতদিন ধরে সবাই ধরে নিয়েছিল যে মানুষের জ্ঞানকে বাইরের বস্তুর সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। কিন্তু আসুন এবার একবার উল্টোটা ভেবে দেখি — বস্তুই কি মানুষের মনের জ্ঞানকাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে প্রকাশ পেতে বাধ্য নয়?" — ইমানুয়েল কান্ট*

কান্ট দেখালেন, মানুষের মন কোনো নিষ্ক্রিয় আয়না নয় যা বাইরের জগতকে যেমন আছে তেমন প্রতিফলিত করে। মন কোনো সাদা কাগজও নয়। মন হলো এক সক্রিয়, জটিল প্রসেসর: মানুষের চেতনা তার নিজস্ব মানসিক চশমার মাধ্যমে বিশৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। **স্থান (Space) এবং কাল (Time)** কোনো বাইরের জড়বস্তু নয়; এগুলো হলো মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির *পূর্বতসিদ্ধ ছাঁচ* — যে চশমা ছাড়া মানুষ কোনো বস্তুর অস্তিত্বই কল্পনা করতে পারে না।

তাছাড়া মনের ভেতরে রয়েছে বারোটি মৌলিক **বোধের বর্গ** (Categories of Understanding) — যার মধ্যে অন্যতম হলো কার্যকারণ। কেন প্রাকৃতিক প্রতিটি ঘটনার পেছনের কারণ থাকে? বাইরের বস্তুর নিজের ভেতরে কোনো কার্যকারণ বসে নেই; মানুষের মস্তিষ্ক কোনো অভিজ্ঞতাকেই কার্যকারণের ছাঁচে না ফেলে গ্রহণ করতে পারে না!

দৃশ্যমান জগৎ বনাম মূল স্বরূপ (ফেনোমেনা ও নুউমেনা)

এই মহান বিজয়ের বিনিময়ে কান্টকে এক কঠিন সত্য স্বীকার করতে হলো। তিনি বাস্তব জগতকে দুটি চরম ভাগে বিভক্ত করলেন:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- **ফেনোমেনা (দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়জগৎ):** স্থান, কাল ও মনের বর্গের মধ্য দিয়ে যে জগত আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। নিউটনের পদার্থবিদ্যা ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বিজ্ঞান এই জগতের ওপর শতভাগ সত্য।
- **নুউমেনা (বস্তুর স্বস্বরূপ / Ding an sich):** মানুষের মনের চশমা ছাড়া বাইরের বস্তু তার নিজের স্বরূপে কেমন, তা মানুষের বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা কোনোদিনই সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব কিংবা মহাবিশ্বের শুরু-শেষ নিয়ে তাত্ত্বিক যুক্তি দিতে গেলে মন পরস্পরবিরোধী অসঙ্গতিতে (অ্যান্টিনমি) জড়িয়ে পড়ে। কান্ট লিখেছিলেন: *“আমি বিশ্বাসের জন্য জায়গা তৈরি করার স্বার্থেই জ্ঞানের তথাকথিত মিথ্যা অহংকারকে সীমাবদ্ধ করেছি।”*

শর্তহীন নৈতিক আদেশ (ক্যাটাগরিক্যাল ইম্পারেটিভ)

তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা না গেলেও, ব্যবহারিক নৈতিক জীবনের জন্য স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। কান্ট আবিষ্কার করলেন মানুষের ভেতরের শাশ্বত নৈতিক নীতি — **শর্তহীন আদেশ** (Categorical Imperative):

> ***“কেবলমাত্র এমন নীতিতেই কাজ করো, যা তুমি একই সাথে কামনা করতে পারো যে তা এক সার্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত হোক।”***

তিনি আরও আদেশ দিলেন: *“মানুষকে — নিজের মধ্যে হোক বা অন্যের মধ্যে — কখনো কোনো স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার কোরো না; মানুষকে সর্বদা নিজেই নিজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করো।”* কান্টের মতে মানুষের মর্যাদা সীমাহীন; কারণ মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তির অধীন নয়, মানুষ নিজের নৈতিক কর্তব্যের স্বয়ংশাসিত বিধায়ক।

কোয়েনিগসবার্গে কান্টের সমাধিসৌধের গায়ে খোদাই করা সেই বিখ্যাত বাণী আজও বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করে: *“দুটি বিষয় আমার মনকে চিরকাল অপার বিস্ময় ও ভক্তিতে পূর্ণ করে রাখে: আমার মাথার ওপরে তারাময় আকাশ, আর আমার অন্তরের গভীরে শাশ্বত নৈতিক বিধান।”*

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "চিন্তার কোপার্নিকান বিপ্লব — ইমানুয়েল কান্ট ও অতীন্দ্রিয় নান্দনিকতা"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৫।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-15-copernican-revolution-thought-immanuel-kant-critique-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, পরম চেতনা ও প্রভু-দাসের দ্বন্দ্ব

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, পরম চেতনা ও প্রভু-দাসের দ্বন্দ্ব

655 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৬: *ইয়াকব স্লেসিঞ্জারের গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৮৩১), ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যবাদ ও দ্বান্দ্বিক ভাববাদের পুরোধা।*

১৮০৬ সালের ১৩ অক্টোবর বিকেলে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে যখন ফরাসি তোপধ্বনির আওয়াজে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছিল, ছত্রিশ বছর বয়সী এক জার্মান দার্শনিক তাঁর লেখা সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি বুকে জড়িয়ে ধরে শহরের রাস্তায় ছুটে যাচ্ছিলেন। তাঁর নাম গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০–১৮৩১)। নিজের ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে হেগেল হঠাৎ দেখলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করছেন। বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে হেগেল লিখেছিলেন: *“আমি স্বচক্ষে দেখলাম সেই সম্রাটকে — ঘোড়ায় চড়ে নগর পরিদর্শনে যাওয়া সেই বিশ্ব-আত্মাকে! কী অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি: একটিমাত্র বিন্দুতে একটি ঘোড়ার ওপর বসা এক মানুষ, যিনি সমগ্র বিশ্বকে নিজের মুঠোয় স্পর্শ করছেন এবং তাকে শাসন করছেন।”* হেগেলের চোখে মানব ইতিহাস কোনো রক্তক্ষয়ী বিশৃঙ্খল যুদ্ধ নয়; ইতিহাস হলো পরম যুক্তির আপন স্বাধীনতার সচেতন উপলব্ধি অর্জনের এক মহাকাব্যিক জয়যাত্রা।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কান্টের অবলুপ্তি: চরম ভাববাদ (অ্যাবসলিউট আইডিয়ালিজম)

হেগেল কান্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু কান্টের সেই জানা জগত (ফেনোমেনা) আর অজানা স্বস্বরূপ সত্তার (নুউমেনা) দেয়ালকে হেগেল এক হাস্যকর অসংগতি হিসেবে চিহ্নিত করলেন। চিন্তার বাইরে এমন কিছু আছে যা চিন্তা করা যায় না — এ দাবি করার অর্থই তো হলো তাকে আগে মনে মনে চিন্তা করে নেওয়া! বাস্তবতা যদি যৌক্তিক হয়, তবে তা মানুষের বুদ্ধির কাছে সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হতে বাধ্য:

> ***“যা কিছু যৌক্তিক তাই বাস্তব; এবং যা কিছু বাস্তব তাই যৌক্তিক।”***

হেগেলের কাছে বিশ্বজগৎ কোনো স্থির বস্তুর সমষ্টি নয়। মহাবিশ্ব হলো এক জীবন্ত, গতিশীল মহাজাগতিক চেতনা — **গাইস্ট** (আত্মা বা চেতনা)। সমগ্র মহাবিশ্বের ইতিহাস হলো এই পরম আত্মার নিজের ভেতর থেকে জড়প্রকৃতিতে রূপ নেওয়া, মানুষের ইতিহাসের মাধ্যমে নিজের সাথে লড়াই করা, এবং শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পূর্ণ আত্মসচেতনতায় ফিরে আসার এক মহাজাগতিক পরিভ্রমণ।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি: আউফহাবুং (দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ)

হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতা সনাতন আনুষ্ঠানিক যুক্তির স্থির নিয়ম মানে না। ইতিহাস যেহেতু প্রতিনিয়ত রূপান্তরশীল, তাই সত্য প্রকাশিত হয় দ্বন্দ্বের মাধ্যমে:

1. **থিসিস (প্রাথমিক রূপ):** কোনো একটি নির্দিষ্ট চিন্তা বা ঐতিহাসিক পর্যায়।
2. **অ্যান্টিথিসিস (বিপরীত দ্বন্দ্ব):** সেই ব্যবস্থার ভেতরেই সুপ্ত থাকা ত্রুটি ও দ্বন্দ্বের বিস্ফোরণ, যা সংকট ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।
3. **সিন্থেসিস (আউফহাবুং বা সমন্বয়):** দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত উত্তরণ। জার্মান *আউফহেবেন* শব্দের তিনটি গভীর অর্থ রয়েছে: পুরনো সীমাবদ্ধতাকে ধ্বংস করা, ভেতরের খাঁটি সত্যকে রক্ষা করা, এবং তাকে এক উচ্চতর সর্বজনীন ঐক্যে উন্নীত করা।

প্রভু ও দাসের দ্বান্দ্বিক দ্বন্দ্ব (মাস্টার-স্লেভ ডায়ালেক্টিক)

১৮০৭ সালে প্রকাশিত *ফেনোমেনোলজি অব স্পিরিট* গ্রন্থে হেগেল সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলেন। মানুষের আত্মচেতনা একা একা ঘরে বসে তৈরি হতে পারে না; তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য অন্য এক মানুষের কাছ থেকে ‘স্বীকৃতি’ (Recognition) পাওয়া অপরিহার্য। প্রাচীন মানবসমাজে যখন দুটি আদিম চেতনার মুখোমুখি দেখা হলো, তখন স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এক মরণপণ লড়াই শুরু হলো।

লড়াইয়ের একজন মৃত্যুর চেয়ে নিজের অহং ও স্বাধীনতাকে বেশি মূল্য দিল; অন্যজন মৃত্যুর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ী যোদ্ধা হলো **প্রভু** (মাস্টার), আর পরাজিত হলো **দাস** (স্লেভ)। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যেই জন্ম নিল ইতিহাসের এক গভীর দ্বান্দ্বিক পরিহাস:

> *“স্বাধীন চেতনার আসল রূপ প্রকাশিত হয় দাসের পদানত চেতনার শ্রমের মধ্য দিয়ে।” — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল*

প্রভু পরিণত হলো এক পরজীবী ভোক্তায়, যে বেঁচে থাকার জন্য দাসের ওপর শতভাগ নির্ভরশীল; আর দাসের দেওয়া স্বীকৃতি কোনো অর্থ বহন করে না, কারণ পরাধীন মানুষের প্রশংসার কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে দাস প্রকৃতির সাথে লড়াই করে নিজের **শ্রম** দিয়ে পাথর কেটে শহর বানাল, ফসল ফলালো। প্রকৃতির রূপান্তরের মধ্য দিয়েই দাস নিজের মেধা, সৃজনশীলতা ও আত্মমর্যাদা আবিষ্কার করল। ফলে ইতিহাসের চূড়ান্ত চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়াল পদানত শ্রমজীবী মানুষ।

যুক্তির চতুরতা (কানিং অব রিজন)

মানবজাতির হাজার বছরের রক্তপাত ও অহংকারের ভেতর দিয়ে সেই পরম চেতনা কীভাবে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলে? হেগেল একে বললেন **যুক্তির চতুরতা** (List der Vernunft)। আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার বা নেপোলিয়নের মতো ঐতিহাসিক নায়কেরা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার ও ক্ষমতার লোভে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁদের অজান্তেই তাঁদের অন্ধ আবেগকে এক হাতুড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে — প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

হেগেলের মতে, বিশ্ব ইতিহাস হলো মানুষের স্বাধীনতার চেতনার ক্রমবিকাশ: প্রাচীন প্রাচ্যের রাজতন্ত্রে কেবল একজন ব্যক্তি স্বাধীন ছিলেন (সম্রাট); প্রাচীন গ্রিস ও রোমে কিছু মানুষ স্বাধীন ছিলেন (নাগরিকেরা, কিন্তু দাসরা বাদ); আর ফরাসি বিপ্লব-পরবর্তী আধুনিক সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃত। হেগেলের এই ঐতিহাসিক দর্শনের পথ ধরেই পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল কার্ল মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বিংশ শতাব্দীর আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা — জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, পরম চেতনা ও প্রভু-দাসের দ্বন্দ্ব"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৬।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-16-dialectic-history-hegel-spirit-master-slave-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

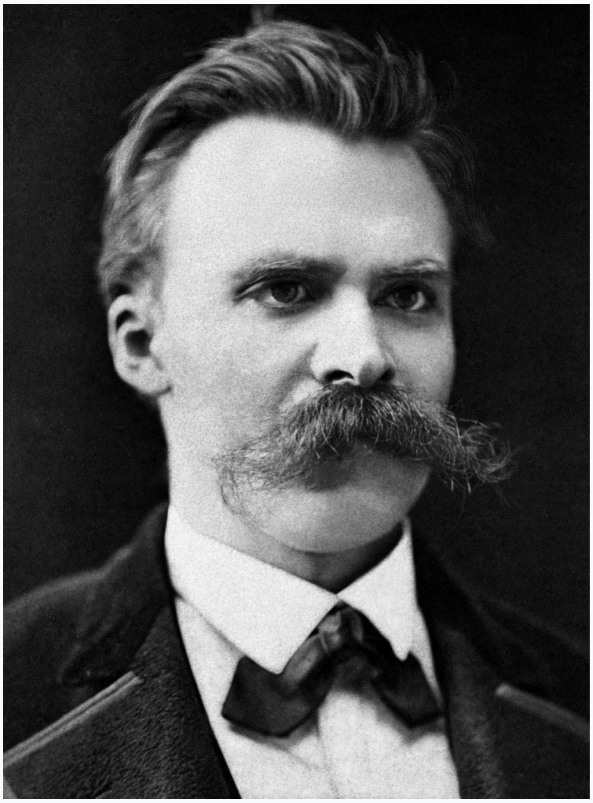
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

অস্তিত্বের ভার — কিয়ের্কেগার, নিটশে ও সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন

অস্তিত্বের ভার — কিয়ের্কেগার, নিটশে ও সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন

613 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৭: *এফ. হার্টম্যানের ফ্রিডরিখ নিটশে (১৮৭৫), অস্তিত্ববাদী সততা, সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন ও ক্ষমতার ইচ্ছার প্রবক্তা।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেগেলীয় ভাববাদের সেই সুবিশাল প্রাসাদ — যা দাবি করেছিল মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুদ্ধ, বিপ্লব ও চিন্তাকে পরম যুক্তির নিয়মে ব্যাখ্যা করতে — তার বিরুদ্ধে মানব আত্মার দুই নিঃসঙ্গ ভাবুক এক তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কোপেনহেগেনের রাজপথে দাঁড়িয়ে সোরেন কিয়ের্কেগার এক গভীর পরিহাস তুলে ধরলেন: এক দার্শনিক আকাশে মেঘের ওপর এক অপরূপ সুরম্য অট্টালিকা বানিয়েছেন, অথচ বাস্তব জীবনে তাঁকে পাশে রাখা এক জীর্ণ কুকুরের ঘরে রাত কাটাতে হচ্ছে! এক রক্ত-মাংসের নশ্বর মানুষের অস্তিত্বের সংকট, একাকীত্ব ও মৃত্যুর মুখে এই বিমূর্ত সর্বজনীন দর্শনের কী মূল্য? অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার চূড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রিডরিখ নিটশে পশ্চিমা সভ্যতার নৈতিক অহংকারের ওপর এক দার্শনিক হাতুড়ির আঘাত হানলেন: তিনি সতর্ক করলেন যে পশ্চিমা সংস্কৃতির সনাতন বিশ্বাস নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং মানবজাতি এক অতল শূন্যতাবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

কিয়ের্কেগার ও বিশ্বাসের দুঃসাহসিক ঝাঁপ (Leap of Faith)

কিয়ের্কেগার (১৮১৩–১৮৫৫) আধুনিক **অস্তিত্ববাদ**-এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, সত্য কোনো নির্লিপ্ত বৈজ্ঞানিক সমীকরণ নয়; **সত্য হলো ব্যক্তিগত আত্মমগ্নতা** (Truth is Subjectivity): একজন মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব, যন্ত্রণা ও সিদ্ধান্তের সাথে কতটা সততার সাথে সম্পৃক্ত।

মানুষের মন এক চিরন্তন **অ্যাংস্ট** (অস্তিত্বের গভীর উদ্বেগ বা ভীতি)-এ আক্রান্ত — অসীম সম্ভাবনার অতল খাদের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার ভয়াবহ ঘূর্ণি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফেয়ার অ্যান্ড ট্রেম্বলিং*-এ কিয়ের্কেগার বাইবেলের ইব্রাহিমের ঘটনা বিশ্লেষণ করেন — যিনি ঈশ্বরের আদেশে নিজের প্রিয় পুত্রকে উৎসর্গ করতে পাহাড়ে উঠেছিলেন। সামাজিক নৈতিকতার মানদণ্ডে তিনি একজন খুনি; কিন্তু এক **অস্বাভাবিক পরম বিশ্বাসের টানে** তিনি মানব যুক্তির সীমানা পেরিয়ে অলৌকিক সত্যের কোলে এক দুঃসাহসিক ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

> *“জীবনকে কেবল পেছনের দিকে তাকিয়েই বোঝা সম্ভব; কিন্তু জীবনকে যাপন করতে হয় সামনের দিকে এগিয়ে।” — সোরেন কিয়ের্কেগার*

অস্তিত্ববাদের দুই শিখর: কিয়ের্কেগার বনাম নিটশে

তুলনামূলক ক্ষেত্র	সোরেন কিয়ের্কেগার	ফ্রিডরিখ নিটশে
মূল সংকট	অস্তিত্বের ভয় (অ্যাংস্ট) ও আত্মিক হতাশা	ঈশ্বরের প্রয়াণ-পরবর্তী শূন্যতাবাদ (Nihilism)
অর্থের উৎস	ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বাসের আত্মসমর্পণ	আত্মজয়ের মাধ্যমে নিজের মূল্য নিজে সৃষ্টি করা
আদর্শ মানবচরিত্র	বিশ্বাসের বীর (Knight of Faith)	অতিমানব (Übermensch)
যন্ত্রণার মূল্যায়ন	আধ্যাত্মিক খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠার পরীক্ষা	জীবনকে শর্তহীন ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা (*অমর ফাতি*)

নিটশে: ঈশ্বরের মৃত্যু ও ক্ষমতার ইচ্ছা

১৮৮২ সালে প্রকাশিত *দ্য গে সায়েন্স* গ্রন্থে ফ্রিডরিখ নিটশে (১৮৪৪–১৯০০) এমন এক ঘোষণা দিলেন যা আধুনিক বিশ্বকে চিরতরে বদলে দিল: *“ঈশ্বর মৃত। ঈশ্বর মৃতই থাকবেন। এবং আমরাই তাঁকে হত্যা করেছি। সমস্ত খুনিদের বড় এই খুনিরা নিজেদের কীভাবে সান্ত্বনা দেবে?”*

নিটশে কোনো নাস্তিক্যবাদী উল্লাস করছিলেন না; তিনি সভ্যতার সামনে এক চূড়ান্ত বিপদসংকেত বাজাচ্ছিলেন। দুই হাজার বছর ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতি, আইন ও নৈতিকতার নোঙর বাঁধা ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও যুক্তির আঘাতে সেই ভিত্তি ধসে গেছে; যার ফলে মানবজাতি এমন এক **শূন্যতাবাদে** (Nihilism) পড়তে যাচ্ছে যেখানে ভালো-মন্দের কোনো পরম মানদণ্ড আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন: প্রভু বনাম দাসের নৈতিকতা

১৮৮৭ সালে *অন দ্য জিনিয়ালজি অব মোরালস* গ্রন্থে নিটশে সনাতন নৈতিকতার মনস্তাত্ত্বিক মুখোশ উন্মোচন করলেন। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান আভিজাত্য ছিল **প্রভুর নৈতিকতা** — যেখানে শক্তি, সাহস, সৌন্দর্য ও জীবনের প্রাচুর্যকে বলা হতো “ভালো”, আর দুর্বলতাকে বলা হতো “হীন”।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কিন্তু পদানত ও নির্যাতিত মানুষেরা তাদের অন্তরের তীব্র আক্রোশ ও ক্ষোভ (*Ressentiment*) থেকে এক মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটাল — যার নাম **দাসের নৈতিকতা**। তারা শক্তি, বীরত্ব ও পার্থিব আনন্দকে আখ্যা দিল "পাপ" বা মন্দ; আর নিজেদের দুর্বলতা, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে মহিমান্বিত করে নাম দিল "পুণ্য"।

অতিমানব ও অদৃষ্টপ্রেম (অমর ফাতি)

নিটশে আহ্বান জানালেন **সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন**-এর। শূন্যতাবাদের চোরাবালি থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন **অতিমানব** (Übermensch) — এমন এক শক্তিশালী চরিত্রের মানুষ, যে নিজের ভেতরের পশুত্বকে জয় করে নিজেই নিজের নৈতিকতার রূপকার হতে পারে। জীবন কোনো নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রাম নয়; জীবন হলো **ক্ষমতার ইচ্ছা** (Will to Power) — নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে উৎকর্ষের শিখরে ওঠার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা।

আর এই অতিমানবের চূড়ান্ত পরিচয় হলো **অদৃষ্টপ্রেম** বা *Amor Fati* — নিজের জীবনকে, তার সমস্ত দুঃখ, ব্যর্থতা ও ট্র্যাজেডিসহ এমনভাবে ভালোবাসা, যাতে অনন্তকালের জন্য এই জীবনকে হুবহু বারবার যাপন করার প্রস্তাব পেলেও মানুষ আনন্দচিত্তে বলে উঠতে পারে: "হ্যাঁ, আমি চিরকাল এই জীবনকেই চাই!"

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অস্তিত্বের ভার — কিয়ের্কেগার, নিটশে ও সকল মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৭।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-17-weight-existence-kierkegaard-nietzsche-will-power-bn/

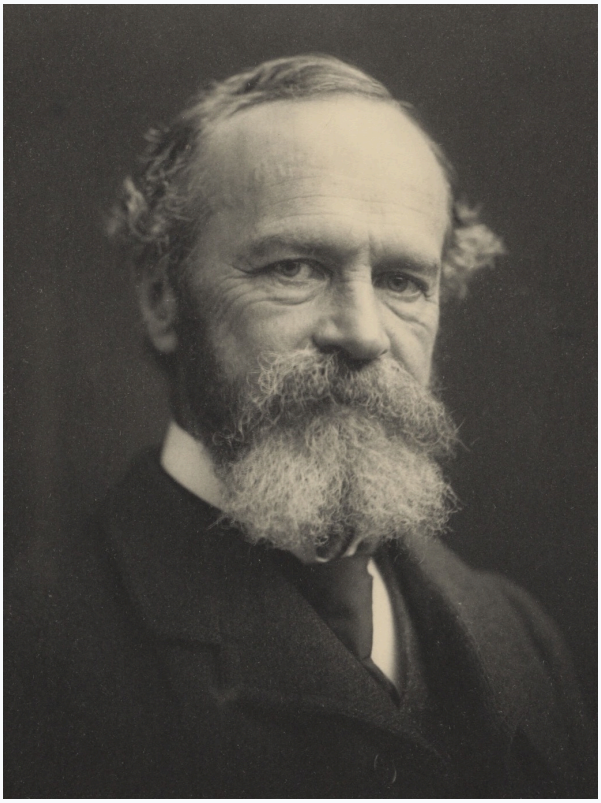
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

প্রয়োগবাদী নিরীক্ষা — পিয়ার্স, জেমস ও সত্যের কার্যকর মানদণ্ড

প্রয়োগবাদী নিরীক্ষা — পিয়ার্স, জেমস ও সত্যের কার্যকর মানদণ্ড

597 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৮: *উইলিয়াম জেমস (১৮৯০), হার্ভার্ডের দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ যিনি সত্যকে মানব অভিজ্ঞতার বাস্তব ফলাফলের নিরিখে সংজ্ঞায়িত করেন।*

১৮৭০-এর দশকে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় “মেটাফিজিক্যাল ক্লাব” নামে বন্ধুদের এক ঘরোয়া আড্ডায় জন্ম নিয়েছিল আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম মৌলিক দার্শনিক আন্দোলন: **প্রয়োগবাদ** (Pragmatism)। গণিতবিদ চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স ও মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই দলটি ইউরোপের শত শত বছরের জটিল, তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের প্রতি চরম বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সহস্রাব্দ ধরে পণ্ডিতেরা লাইব্রেরিতে বসে বিতর্ক করেছেন মহাবিশ্ব এক না বহু, চেতনা বস্তুর চেয়ে আলাদা কি না, আর সত্যের অবিনশ্বর রূপ কী। আমেরিকান প্রায়োগিক জীবনের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্র্যাগমেটিস্টরা এই সমস্ত কথার ফুলঝুরিকে উড়িয়ে দিয়ে এক বৈপ্লবিক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন: *একটি দার্শনিক তত্ত্ব যদি সত্যও হয়, তবে মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে তার কী সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়?*

Shakil Mahmud • Research Monograph

পিয়ার্সের প্রায়োগিক সূত্র: কর্মই অর্থের মানদণ্ড

চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স (১৮৩৯–১৯১৪) — যাঁকে আধুনিক সংকেতবিজ্ঞান বা সেমিওটিক্সের জনক বলা হয় — ১৮৭৮ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *"হাউ টু মেক আওয়ার আইডিয়াস ক্লিয়ার"*-এ প্রায়োগিক দর্শনের মূল ভিত্তি তুলে ধরলেন। পিয়ার্স দেখলেন কোনো বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস কোনো নিষ্ক্রিয় মানসিক ছবি নয়; বিশ্বাস হলো মানুষের ভেতরে তৈরি হওয়া এক অভ্যাস যা তার বাস্তব কাজকে পরিচালনা করে। অতএব কোনো তত্ত্ব বা ধারণাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে দেখতে হবে তার বাস্তব ফলাফল কী:

> *"যেকোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করার একমাত্র উপায় হলো: বাস্তব জীবনে সেই বিষয়টি কী ধরনের পর্যবেক্ষণযোগ্য পার্থক্য তৈরি করতে পারে তা বিবেচনা করা। এই বাস্তব ফলাফলের ধারণাই হলো সেই বিষয়টির সম্পূর্ণ অর্থ।"*
> *— চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স*

যদি দুটি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক মতবাদের সমস্ত অনুসিদ্ধান্ত বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে একদম হুবহু একই ফল দেয়, তবে তাদের বিতর্ক কোনো গভীর রহস্য নয়; তা নিছক অর্থহীন শব্দের মারপ্যাঁচ।

আমেরিকান প্রয়োগবাদের ত্রিমূর্তি

- **চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স:** বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রয়োগবাদ; অর্থ ও সত্য নির্ধারিত হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষক সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদী ঐক্যমতের ভিত্তিতে।
- **উইলিয়াম জেমস:** মনস্তাত্ত্বিক ও মানবিক প্রয়োগবাদ; সত্য নির্ধারিত হয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, মানসিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক বিকাশের কার্যকারিতার নিরিখে।
- **জন ডিউই:** উপকরণবাদ (ইনস্ট্রুমেন্টালিজম); দর্শন হলো সমাজ সংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও গণতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের এক ব্যবহারিক হাতিয়ার।

উইলিয়াম জেমস: সত্যের নগদ মূল্য (Cash-Value of Truth)

পিয়ার্স যেখানে ছিলেন কঠিন গণিতবিদ, উইলিয়াম জেমস (১৮৪২–১৯১০) সেখানে প্রয়োগবাদকে সাধারণ মানুষের জীবনের এক প্রাণবন্ত, উষ্ণ দর্শনে রূপ দিলেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *প্র্যাগমেটিজম*-এ জেমস এক চমকপ্রদ দাবি করলেন: সত্য কোনো আকাশের ওপারে বসে থাকা অপরিবর্তনশীল মূর্তি নয় যার সাথে মনের মিল হতে হবে। সত্য হলো একটি **ঘটনা** — একটি ধারণা তখনই সত্য *হয়ে ওঠে*, যখন তা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষকে সফলভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে:

"সত্য কোনো স্থির বস্তু নয়। সত্য হলো এমন কিছু যা কোনো ধারণার জীবনে ঘটে। কোনো ধারণা যখন কাজে সফল প্রমাণিত হয়, তখনই তা সত্য হয়ে ওঠে।"

জেমস ব্যবহার করলেন তাঁর বিখ্যাত রূপক — সত্যের **নগদ মূল্য** (Cash-Value): আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে এই মহাবিশ্বের পেছনে এক শুভ কল্যাণময় শক্তি আছে, আর আপনার বন্ধু যদি দাবি করে মহাবিশ্ব কেবল অন্ধ জড়বস্তু — তবে এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে আপনার সকালের ঘুম থেকে ওঠা, বিপদ-আপদ সহ্য করা এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কী বাস্তব পার্থক্য ঘটছে? যদি একটি বিশ্বাস আপনার মনে নৈতিক সাহস, মানসিক প্রশান্তি এবং কর্মের প্রেরণা জোগায়, তবে প্রায়োগিক বিচারে সেই বিশ্বাসটি আপনার জীবনের জন্য পরম সত্য।

বিশ্বাসের অধিকার ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা

১৮৯৬ সালের বিখ্যাত বক্তৃতা *দ্য উইল টু বিলিভ*-এ জেমস প্রমাণ করলেন যে জীবনের অনেক সংকটময় মুহূর্তে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়ার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যেমন বন্ধুত্ব, বিবাহ বা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ — আগে থেকে সন্দেহাতীত প্রমাণ খোঁজা মানেই সেই উদ্যোগকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। প্রায়শই *কোনো বিষয়ে মানুষের আগাম বিশ্বাসই সেই ঘটনাটিকে বাস্তবে সত্যি হতে সাহায্য করে*। একজন দৌড়বিদের জয়ের বিশ্বাসই তাকে বিজয়ী বানায়; নাগরিকদের যৌথ বিশ্বাসই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখে।

জেমসের হাত ধরে দর্শন কোনো প্রাচীন পুঁথির মৃত কঙ্কাল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের সক্রিয় কর্ম, সৃষ্টিশীল সাহস এবং এক উন্মুক্ত সম্ভাবনাময় মহাবিশ্বের জীবন্ত পথপ্রদর্শক হয়ে উঠল।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রয়োগবাদী নিরীক্ষা — পিয়ার্স, জেমস ও সত্যের কার্যকর মানদণ্ড"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৮।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-18-pragmatic-crucible-peirce-james-measure-truth-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

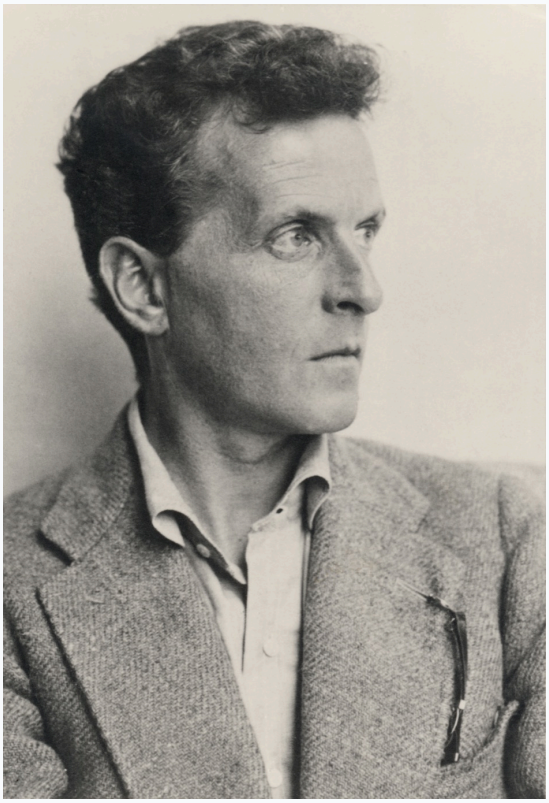
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ঊনবিংশ খণ্ড

ভাষার মোড় — ফ্রেগে, ভিটগেনস্টাইন ও ভাষার যৌক্তিক সীমানা

ভাষার মোড় — ফ্রেগে, ভিটগেনস্টাইন ও ভাষার যৌক্তিক সীমানা

637 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৯: *লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (১৯২৯), ভাষাদর্শনের মহান বিপ্লবী যিনি যৌক্তিক অর্থবোধ ও অধিবিদ্যক নীরবতার সীমানা চিহ্নিত করেন।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায়লগ্নে বিশ্বদর্শন এক গভীর আত্মপরিচয়ের সংকটে নিপতিত হলো। ভৌতবিজ্ঞান দখল করে নিয়েছে প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতা; মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান আবিষ্কার করছে মানব মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী; আর বিশুদ্ধ গণিত আবিষ্কার করেছে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির জগৎ। তবে দার্শনিকদের নিজস্ব গবেষণার জন্য আর কোন স্বাধীন জায়গা বাকি রইল? এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে জার্মানির নিভৃতচারী গণিতবিদ গতলব ফ্রেগে এবং অস্ট্রিয়ার অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক রূপান্তরটি ঘটালেন — যা **ভাষাগত মোড়** (The Linguistic Turn) নামে পরিচিত। সহস্রাব্দ ধরে দার্শনিকরা মনে করতেন ভাষা কেবল মানুষের মনের চিন্তাকে প্রকাশ করার এক নিষ্ক্রিয় মাধ্যম। ফ্রেগে ও ভিটগেনস্টাইন প্রমাণ করলেন ভাষাই হলো স্বয়ং চিন্তার মূল কাঠামো: *আমার ভাষার সীমানাই হলো আমার জগতের সীমানা।*

গতলব ফ্রেগে: অর্থ ও নির্দেশক (Sinn und Bedeutung)

জার্মানির জেনায় গতলব ফ্রেগে (১৮৪৮–১৯২৫) আধুনিক গাণিতিক প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন করলেন — যা অ্যারিস্টটলের দুই হাজার বছরের পুরনো যুক্তিবিদ্যাকে এক নিমেষে আধুনিক যুগে উন্নীত করল। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী প্রবন্ধ *অন সেন্স অ্যান্ড রেফারেন্স*-এ ফ্রেগে ভাষার এক ক্লাসিক্যাল ধাঁধার সমাধান উপস্থাপন করলেন:

দুটি বাক্য লক্ষ্য করুন: *"ভোরের তারা হলো ভোরের তারা"* (একটি অর্থহীন সমীকরণ: ক = ক); আর দ্বিতীয় বাক্যটি হলো *"ভোরের তারা হলো সন্ধ্যার তারা"* (একটি বিশাল জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: ক = খ)। দুটি বাক্যই মহাকাশের ঠিক একই বস্তুটিকে নির্দেশ করছে — শুক্র গ্রহ। তবে দ্বিতীয় বাক্যটি থেকে মানুষ কেন নতুন জ্ঞান পায়?

ফ্রেগের অর্থের দ্বৈত বিভাজন

- **নির্দেশক (Bedeutung / Reference):** বাস্তব পৃথিবীর সেই বস্তু যাকে শব্দটি সরাসরি নির্দেশ করে (যেমন: স্বয়ং শুক্র গ্রহ)।
- **অর্থ বা তাৎপর্য (Sinn / Sense):** সেই বস্তুকে মানুষের সামনে উপস্থাপনের নির্দিষ্ট রূপ বা ভাষাভঙ্গি ("ভোরের আকাশে দৃশ্যমান উজ্জ্বল তারা" বনাম "সন্ধ্যার আকাশে দৃশ্যমান তারা")।

ফ্রেগে প্রমাণ করলেন অর্থ কোনো মানুষের মস্তিষ্কের ব্যক্তিগত কোনো কাল্পনিক ছবি নয়; অর্থ হলো এক বস্তুনিষ্ঠ ও সামাজিক যৌক্তিক সত্য।

ভিটগেনস্টাইন ও ট্র্যাকট্যাটাস: ছবির তত্ত্ব (Picture Theory)

১৯১১ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ট্রান্ড রাসেলের দরজায় এসে কড়া নাড়লেন এক অদ্ভুত তরুণ — বাইশ বছর বয়সী লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯–১৯৫১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর পরিখায় বসে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ডায়েরির পাতায় লিখেছিলেন তাঁর জীবনের একমাত্র প্রকাশিত দার্শনিক গ্রন্থ *ট্র্যাকট্যাটাস লজিকো-ফিলোসফিকাস* (১৯২১)।

ট্র্যাকট্যাটাসের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব ছিল **ছবির তত্ত্ব** (Picture Theory of Meaning): মহাবিশ্ব হলো বাস্তব তথ্যের সমষ্টি। আমাদের ভাষা হলো বাক্য দিয়ে তৈরি এমন কিছু ছবি — যা বাস্তব জগতের ঘটনার সাথে যুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সঙ্গীতের স্বরলিপি বাস্তব সুরের সাথে গাণিতিক ছন্দে যুক্ত থাকে।

> *"যে বিষয়ে যৌক্তিকভাবে কথা বলা যায় না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকাই শ্রেয়।" — লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন, ট্র্যাকট্যাটাস*

এখান থেকে এক বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত এলো: কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলোই (যা বাস্তবে চোখে দেখা যায় বা পরীক্ষা করা যায়) অর্থপূর্ণ বাক্য হতে পারে। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বর, জীবনের অর্থ এবং নৈতিকতার মতো পরম বিষয়গুলো জগতের ভেতরের কোনো বস্তু নয়; সেগুলো জগতের সীমানার বাইরে অবস্থান করে। অতএব সেগুলোকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। দর্শন কোনো মতবাদ নয়; দর্শন হলো মানুষের চিন্তাকে পরিষ্কার করার এক নিরন্তর সাধনা।

পরবর্তী ভিটগেনস্টাইন: ভাষার খেলা (Language-Games)

দর্শনের সকল সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন ভেবে ভিটগেনস্টাইন তাঁর পৈতৃক বিপুল ধনসম্পদ দান করে দিয়ে অস্ট্রিয়ার পাহাড়ি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পূর্বের *ট্র্যাকট্যাটাস* দর্শনে একটি মারাত্মক ভুল ছিল: তিনি ধরে নিয়েছিলেন ভাষার কেবল একটিই কাজ — বিজ্ঞানের তথ্য বর্ণনা করা!

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত মাস্টারপিস *ফিলোসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস*-এ তিনি হাজির করলেন তাঁর বিখ্যাত **ভাষার খেলা** (Language-Games) তত্ত্ব। ভাষা কোনো স্থির গাণিতিক আয়না নয়; ভাষা হলো মানুষের সংস্কৃতির বিচিত্র **জীবনযাত্রার** (Forms of Life) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এক সামাজিক খেলা। ভাষা দিয়ে আমরা কৌতুক করি, আদেশ দিই, প্রার্থনা করি, শপথ নিই এবং সান্ত্বনা দিই। অতএব, **ভাষার ব্যবহারই হলো তার আসল অর্থ**।

ভিটগেনস্টাইন দেখালেন, প্রাচীনকালের বড় বড় দার্শনিক সমস্যাগুলো আসলে কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্য ছিল না; সেগুলো ছিল এক ধরনের **মানসিক খিঁচুনি** — যা তৈরি হয় যখন মানুষ দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ভাষাভঙ্গিকে উপড়ে ফেলে তাকে নিয়ে অবাস্তব আধিভৌতিক জল্পনা শুরু করে। দার্শনিকের কাজ কোনো নতুন মহাজাগতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা নয়; দার্শনিকের আসল থেরাপিউটিক কাজ হলো: *“কাঁচের বোতলে আটকে থাকা নীলমাছিটিকে বোতল থেকে বের হয়ে মুক্ত আকাশে ওড়ার পথ দেখিয়ে দেওয়া।”*

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ভাষার মোড় — ফ্রেগে, ভিটগেনস্টাইন ও ভাষার যৌক্তিক সীমানা"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ১৯।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-19-linguistic-turn-frege-wittgenstein-tractatus-language-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

অসমাপ্ত দিগন্ত — অস্তিত্ববাদ, সমাজতত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন

অসমাপ্ত দিগন্ত — অস্তিত্ববাদ, সমাজতত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন

579 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ২০: *রাফায়েলের দ্য স্কুল অব এথেন্স (১৫০৯–১৫১১), অধিবিদ্যক ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের অনন্ত মানব অভিযাত্রার ফ্রেস্কো শিল্পকর্ম।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে আউশভিৎসের মানবতাবিরোধী অপরাধ, হিরোশিমার পারমাণবিক ধ্বংসলীলা এবং দানবীয় আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান যখন সমগ্র মানবজাতিকে এক গভীর হতাশার মুখে ঠেলে দিল, তখন দর্শন পুনরায় তার ঐতিহাসিক কর্তব্যে অবতীর্ণ হলো: মানব জীবনের স্বাধীনতা, অর্থ ও অস্তিত্বের পুনর্নির্মাণ। প্যারিসের কাফে দ্য ফ্লোরে বসে জঁ-পল সার্ত্র ও সিমোন দ্য বোভোয়ার ঘোষণা করলেন যে মানুষ মূলত স্বাধীন হতে বাধ্য। ফ্রাঙ্কফুর্টের চিন্তাবিদরা উন্মোচন করলেন কীভাবে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের আত্মাকে বিচ্ছিন্ন পণ্যে রূপান্তর করে। আর আজ একবিংশ শতাব্দীর এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অ্যালগরিদমের যুগে দর্শন দাঁড়িয়ে আছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর সীমান্তে: *কম্পিউটেশনের এই মহাবিশ্বে চেতনাসম্পন্ন মানুষ হওয়ার চূড়ান্ত অর্থ কী?*

অস্তিত্ববাদ: অস্তিত্বই সারসত্তার পূর্বগামী

১৯৪৫ সালের বিখ্যাত বক্তৃতা *এক্সিসটেনশিয়ালিজম ইজ আ হিউম্যানিজম*-এ ফরাসি দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫–১৯৮০) বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ববাদের মূল সূত্রটি ঘোষণা করলেন:

Shakil Mahmud • Research Monograph

“L’existence précède l’essence” — অস্তিত্বই সারসত্তার চেয়ে অগ্রগামী।

একটি কৃত্রিম বস্তু — যেমন একটি ছুরি — তৈরির আগেই কারিগরের মনে তার রূপ ও কাজের নকশা তৈরি থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো: মানুষ প্রথমে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়, নিজের অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়ায়, এবং তারপর নিজের প্রতিটি স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিল তিল করে নিজের চরিত্র ও সারসত্তা গড়ে তোলে। মানুষের জীবনে কোনো পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য বা ঐশ্বরিক পাণ্ডুলিপি নেই।

এই পরম স্বাধীনতাই মানুষের জীবনের চরম পরীক্ষা: *“মানুষ স্বাধীন হতে বাধ্য।”* সমাজ, পরিবেশ বা অতীতকে দোষারোপ করে নিজের দায় এড়ানো হলো **আত্মপ্রতারণা** (Bad Faith)। এই অস্তিত্ববাদী দর্শনকে সমাজতত্ত্বে প্রয়োগ করে সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর অমর গ্রন্থ *দ্য সেকেন্ড সেক্স*-এ দেখালেন যে লৈঙ্গিক ভূমিকা কোনো প্রাকৃতিক নিয়তি নয়, এটি পুরুষের তৈরি সামাজিক চাপ: *“কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং ধীরে ধীরে নারী হয়ে ওঠে।”*

আধুনিক দর্শনের প্রধান দিগন্তসমূহ

- **অস্তিত্ববাদী সততা (সার্ত্র, কামু, বোভোয়ার):** অলীক ভরসা ছাড়া জীবনের অযৌক্তিকতাকে (Absurd) মেনে নেওয়া এবং সাহসিকতার সাথে ব্যক্তিগত অর্থ ও বিদ্রোহের রূপ দেওয়া।
- **ক্রিটিক্যাল থিওরি ও পোস্ট-মডার্নিজম (ফুকো, দেরিদা, হাবারমাস):** ভাষা, প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতার রাজনীতি কীভাবে মানুষের শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা উন্মোচন করা।
- **মন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন (টুরিং, সার্ল, চালমার্স):** যান্ত্রিক হিসাব-নিকাশের সাথে আত্মসচেতন অনুভূতির (Consciousness) মৌলিক পার্থক্য অনুসন্ধান।

কৃত্রিম চেতনার ধাঁধা: জন সার্লের চাইনিজ রুম

কম্পিউটার বিজ্ঞান যখন অ্যালান টুরিংয়ের যন্ত্র পেরিয়ে আধুনিক লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ও নিউরাল নেটওয়ার্কে রূপ নিল, তখন দর্শনের মনস্তত্ত্ব এসে দাঁড়াল বিশ্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একটি যন্ত্র কি সত্যিই চিন্তা করতে পারে?

১৯৮০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক জন সার্ল তাঁর বিখ্যাত **চাইনিজ রুম** (Chinese Room) পরীক্ষা উপস্থাপন করলেন। কল্পনা করুন একজন ব্যক্তি এক বন্ধ ঘরে বসে আছেন, যিনি চীনা ভাষার একটি বর্ণও বোঝেন না। কিন্তু তাঁর কাছে একটি নিয়মপুস্তক আছে, যার মাধ্যমে দরজার নিচ দিয়ে আসা চীনা লিপির প্রতীক মিলিয়ে তিনি বাইরের প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর তৈরি করে পাঠাতে পারেন। বাইরের পর্যবেক্ষক ভাববে ঘরের মানুষটি চীনা ভাষায় পণ্ডিত; কিন্তু ভেতরের মানুষটি আসলে একটি শব্দের অর্থও বোঝে না! সার্ল প্রমাণ করলেন: *প্রতীক মেলানো বা অ্যালগরিদম চালানো মানেই আত্মসচেতন উপলব্ধি নয়।*

এর পাশাপাশি দার্শনিক ডেভিড চালমার্স তুলে ধরলেন চেতনার **কঠিন সমস্যা** (The Hard Problem): বিজ্ঞান মস্তিষ্কের স্নায়বিক সিগন্যাল ও তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া হয়তো সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবে; কিন্তু কোনো তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে লাল রঙের দৃশ্যমান উজ্জ্বলতা বা ব্যথার ব্যক্তিগত অনুভূতি (*কোয়ালিয়া*) যুক্ত হয় কেন? কেন এই মহাবিশ্বে জড়পদার্থের স্পন্দনের মাঝে এক প্রথম পুরুষের জাগ্রত অনুভূতি ফুটে ওঠে?

অ্যাথেন্সের চিরন্তন বিদ্যাপীঠ

মিলেতুসের উপকূলে দাঁড়িয়ে থেলিস যেদিন সমুদ্রের ঢেউ দেখে মহাবিশ্বের রহস্য জানতে চেয়েছিলেন, সেই দিন থেকে শুরু করে আজকের কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের ভোর পর্যন্ত দর্শনের এই যাত্রা মূলত মানুষের অনন্ত আত্মআবিষ্কারেরই এক মহাকাব্য। দর্শন কোনো স্থির মতবাদের মৃত সংগ্রহশালা নয়। দর্শন হলো এক পরম বৌদ্ধিক সাহস: সকল অন্ধ বিশ্বাস ও প্রথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সাহস, চিন্তার স্বচ্ছতা অর্জনের আকুলতা এবং এই সুবিশাল রহস্যময় মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ও দায়িত্ব খুঁজে পাওয়ার এক অনন্ত মানবিক অভিযান।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অসমাপ্ত দিগন্ত — অস্তিত্ববাদ, সমাজতত্ত্ব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দর্শন"। দর্শনের ইতিহাস, খণ্ড ২০।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-philosophy-part-20-unfinished-horizon-existentialism-computational-mind-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

❖

এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

Plato (c. 375 BCE). *The Republic*. Oxford World's Classics (transl. Robin Waterfield).

Aristotle (c. 350 BCE). *The Nicomachean Ethics & Metaphysics*. Penguin Classics.

Nāgārjuna (c. 150 CE). *Mūlamadhyamakakārikā (Fundamental Verses on the Middle Way)*. Oxford University Press (transl. Jay L. Garfield).

Ibn Sīnā (Avicenna) (1027). *Kitāb al-Shifāʾ (The Book of Healing)*. Brill Academic Publishers.

Aquinas, Thomas (1274). *Summa Theologiae*. Cambridge University Press edition.

Descartes, René (1641). *Meditationes de Prima Philosophia*. Michel Soly, Paris.

Spinoza, Baruch (1677). *Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata*. Jan Rieuwertsz, Amsterdam.

Hume, David (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. A. Millar, London.

Kant, Immanuel (1781). *Kritik der reinen Vernunft*. Johann Friedrich Hartknoch, Riga.

Hegel, G. W. F. (1807). *Phänomenologie des Geistes*. Joseph Anton Goebhardt, Bamberg & Würzburg.

Nietzsche, Friedrich (1886). *Jenseits von Gut und Böse*. C. G. Naumann, Leipzig.

Wittgenstein, Ludwig (1921). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Annalen der Naturphilosophie / Kegan Paul.

Heidegger, Martin (1927). *Sein und Zeit*. Max Niemeyer Verlag, Halle.

Sartre, Jean-Paul (1943). *L'Être et le Néant*. Gallimard, Paris.

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

Shakil Mahmud

গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

COLOPHON

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com